চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 December, 2019 ■ আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ৪ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন

ভরদুপুরে সোনামুড়ায় স্কুলছাত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ ডিসেম্বর।। ভরদুপুরে এক নাবালিকাকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নির্যাতিতা নাবালিকা আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুলিশ ধর্ষণের মামলা নিয়েছে। কিন্তু, কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সোনামুড়ার এসডিপিও সৌভিক দে জানিয়েছেন, ওই ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িটির খোঁজ মিলেছে।

শুক্রবার সোনামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে নবম শ্রেনীর পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা শেষে ছাত্রীরা যখন বাড়ি ফিরছিল তখন এক ছাত্রীকে জোর করে গাড়িতে তুলে অপহরণ করে নির্জন এলাকায় নিয়ে যায় কিছু যুবক। সেখানে তাকে ধর্ষণ করে ঠাকুরমুড়া এলাকায় এনে চলতি গাড়ী থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চম্পট দেয় অজ্ঞাত পরিচিত যুবকরা। স্থানীয় জনগণ রক্তাক্ত অবস্থায় ছাত্রীটিকে উদ্ধার করে সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, গাড়িটি তারা আটক করতে পারেননি। চিকিৎসকরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে মেলাঘর মহকুমা হাসপাতালে তাকে স্থানান্তর করেন।

স্থানীয় জনগণের বক্তব্য, একটি কালো রঙের অল্টো গাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ছাত্রীকে ফেলে যায় গাড়িতে থাকা যুবকরা। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে সোনামুড়া থানার পুলিশ এবং ওই ছাত্রীর পরিবারের লোকজন। সোনামুড়া হাসপাতালে তার প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক তিমির চক্রবর্তী জানান, নির্যাতিতার দেহের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। গোপনাঙ্গেও রক্তের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে শ্বশুরালয়ে গৃহবধূর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। শ্বশুরালয়ে ফের রহস্য জনক ভাবে মৃত্যু এক গৃহবধূর। মৃত গৃহবধূর নাম মন্টি বেগম। বয়স আনুমানিক ২৮ বছর। ঘটনা উদয়পুরের রাজধননগর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় নতুনবাজার এলাকার বাসিন্দা মন্টি বেগমের সাথে ১০ বছর পূর্বে বিয়ে হয় উদয়পুরের রাজধননগর এলাকার বাসিন্দা পেশায় গাড়ি চালক আব্দুল মিঞার।

তাদের বর্তমানে একটি সন্তানও রয়েছে। অভিযোগ বৃহস্পতিবার দম্পতীর মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে ঝামেলা হয়। এরই মধ্যে শুক্রবার সকালে মন্টি বেগম শ্বশুর বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে দাবি শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের। শুক্রবার সকালে শ্বশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে খবর দেওয়া হয় মন্টিকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে। এই খবর পেয়ে বাপের বাড়ির লোকজন ছুটে আসে গোমতী জেলা হাসপাতালে।

তারা হাসপাতালে এসে দেখতে পায় মন্টির মৃত্যু হয়েছে। মৃতার মামা ও মামাতো ভাইয়ের অভিযোগ বৃহস্পতিবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকত্ব প্রমাণে মা কিংবা বাবার পরিচয়পত্র লাগবে না

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স) : নাগরিকত্ব প্রমাণে বাবা বা মায়ের কোনও পরিচয়পত্র লাগবে না। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয়দের বক্তব্যকেও প্রমাণ হিসেবে ধরা হবে। এছাড়া আধার কার্ডকেও মান্যতা দেওয়া হবে বলে জানিয়ে দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

শুক্রবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে টুইট করে এই খবর জানানো হয়েছে। টুইটে লেখা হয়েছে, নাগরিকত্ব প্রমাণে ১৯৭১ সালের আগের কোনও নথি দেখাতে হবে না। কাউকেই তাঁর বাবা-মা বা তাঁদের পূর্বপুরুষের পরিচয়পত্র বা জন্মের শংসাপত্র দিতে হবে না। নিজের পরিচয়পত্রই এক্ষেত্রে যথেষ্ট। এমনকি আধার কার্ডকেও নাগরিকত্ব প্রমাণের তথ্য তালিকায় মান্যতা দেওয়া হয়েছে। নিরক্ষরদের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাঁদের কোনও লিখিত নথি দিতে হবে না।

এক্ষেত্রে, যদি তাঁদের কাছে নির্দিষ্ট নথি না থাকে, তাহলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহায্য নেওয়া হবে। যদি তারা ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে পারেন, তবে তাঁদের কথাকেই নাগরিকত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, জন্মের তারিখ, স্থান বা এই দুইয়ের কোনও নথি থাকলেই তা দিয়ে নাগরিকত্ব প্রমাণ করা যাবে। এই সংক্রান্ত কোনও নথি থাকলে ভারতীয় কোনও নাগরিককে অযাচিতভাবে হয়রান করা হবে না বা অসুবিধায় ফেলা হবে না।

NRC
NATIONAL REGISTER OF CITIZENS

বড়দিন উপলক্ষে রাজধানী আগরতলায় একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বাহারি আয়োজন। শুক্রবার তোলা নিজস্ব ছবি।

অমিত শাহ'র বাড়ির সামনে ধর্না, আটক শর্মিষ্ঠা-সহ কংগ্রেস নেত্রীরা

সিএএ ঃ দিল্লীতে আন্দোলন অবহ্যাত, নামানো হল ড্রোন

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ অব্যাহত রাজধানী দিল্লিতে। সিএএ-র প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী-কর্মীরা। বিক্ষোভ-প্রদর্শনের সময় আটক করা হয়েছে কংগ্রেস নেত্রী শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেত্রীকে। যে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা রুখতে সতর্ক রয়েছে দিল্লি পুলিশও। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব দিল্লির ১৪টি থানা এলাকার মধ্যে ১২টি থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার দিকে নজর রাখতে ড্রোন নামানো হয়েছেঊ ফ্ল্যাগ মার্চও করেছে পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ার দিকেও তীক্ষ্ণ নজর রয়েছে পুলিশেরঊ উত্তর-পূর্ব দিল্লির নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার অলোক কুমার জানিয়েছেন, 'উত্তর-পূর্ব জেলায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী করা হয়েছে, মোতায়েন রয়েছে সিআরপিএফ। ড্রোন নামানো হয়েছে, হিংসা রুখতে সতর্ক রয়েছে পুলিশ।' সীলমপুর এলাকাতেও এদিন ফ্লার্গ মার্চ করেছে পুলিশ।

উন্নাও ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন কুলদীপের

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): উন্নাও ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত বহিষ্কৃত বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গারের যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা হল। শুক্রবার দুপুর দু'টোয় কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে দিল্লির তিস হাজারি আদালত। একইসঙ্গে কুলদীপকে দিল্লির তিস হাজারি আদালত নির্দেশ দিয়েছে, উন্নাও-এর নির্যাতিতাকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবেঊ এখানেই শেষ নয়, নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারকে নিরাপদ বাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যও সিবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

২০১৭ সালে উত্তর প্রদেশের উন্নাও-এ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে প্রযুক্তির সহায়তায় গুণগত শিক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। বিদ্যালয়গুলোর গুণগতমানকে উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার আইআইটি, কানপুর-এর বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের নিয়ে গঠিত 'প্রোমর্ফ সলিউশনস' নামক একটি সংস্থার সহায়তায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছে। 'আমার স্কুল আমার অগ্রগতি' শীর্ষক পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সশক্তিকরণ ঘটানো সম্ভব হবে।

রাজ্যের শিক্ষা দফতর উপরোক্ত সংস্থার সহায়তায় ইতিমধ্যে 'এম্পাওয়ার ইউ শিক্ষা দর্পণ' নামের একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে। এই অ্যাপ-এর মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও পঠন-পাঠন বিষয়ক তথ্যাবলি সহজেই পাওয়া যাবে। ইন্টারনেট সংযোগবিহীন প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়গুলোর তথ্যও এর মধ্যে থাকবে। এ-সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে আধিকারিকেরা বিদ্যালয়গুলোর পরিকাঠামোগত, পরিচালনগত, শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় এবং অভিযোগ ইত্যাদি যে কোনও ধরনের সমস্যার দ্রুত ও যথাযথ সমাধানের প্রয়াস গ্রহণ করতে পারবেন। এই পদক্ষেপ প্রতিটি শিশুর সার্বিক বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ, নিয়মনীতি প্রণয়নেও সহায়তা করবে। গুণগত শিক্ষা সম্প্রসারণ সুনিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় ১৮,০০০-এরও বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা এই মোবাইল অ্যাপ-এ নিজেদের রেজিস্ট্রেশন করেছেন। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল জেলা শিক্ষা আধিকারিক, বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহকারী প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সমস্ত স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, এখনও যাঁরা এই মোবাইল অ্যাপ-এ রেজিস্ট্রেশন করেননি তাঁরা অতিসত্বর এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে রাজ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘোষিত 'নতুন দিশা' কর্মসূচির বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ ডিসেম্বর।। রাজ্যে প্রতিদিনই কোথাও না-কোথাও হতাহতের ঘটনা ঘটছে। রক্তাক্ত হচ্ছে রাজপথ। আজ শুক্রবারও ফের ত্রিপুরায় দ্রুত গতিতে বাইক চালানোর ফলে এক যুবক আহত হয়েছেন। এদিন সন্ধ্যা ৬-টা নাগাদ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কের উপর পুলিনপুর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, আজ সন্ধ্যা আনুমানিক ছয়টা নাগাদ সুদীপ ঘোষ (২২) নামের যুবক টিআর ০১ আর ৬৮৫০ নম্বরের বাইক নিয়ে তুইসিন্দ্রাই এলাকা থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিলেন। তাঁর বাড়ি তেলিয়ামুড়ার থানাধীন বাইশঘড়িয়া এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশের খবর, তেলিয়ামুড়ার অসম- ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপযুক্ত ব্যক্তির হাতেই কংগ্রেসের ব্যাট দেওয়া হয়েছে ঃ সমীর বর্মণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাসকে শুক্রবার দলের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন বলেন, উপযুক্ত ব্যক্তির হাতেই কংগ্রেসের ব্যাট তুলে দেওয়া হয়েছে। দলের সব গোষ্ঠীর নেতা কর্মীকে অতীতের বিভেদ ভুলে এগিয়ে এসে সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা সমীর রঞ্জন বর্মন।

পিসিসি'র অস্থায়ী সভাপতিকে অভ্যর্থনা জানান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর বর্মণ।

সংবর্ধনা প্রদান করা হল প্রদেশ কংগেসের নব নিযুক্ত সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাসকে। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সম্মুখে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এইদিন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। একই সাথে এইদিন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সহ প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠন গুলির পক্ষ থেকেও প্রদেশ কংগ্রেসের নব নিযুক্ত সভাপতিকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতৃত্ব সমীর রঞ্জন বর্মণ, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিৎ সিনহা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকার নেশা সামগ্রী ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। রাজ্যে নেশা বিরোধী অভিযানের অন্তর্গত বাজেয়াপ্ত নেশা সামগ্রী ধ্বংস করার প্রক্রিয়া চলছে। ইয়াবা ট্যাবলেট, ফেন্সিডিল এবং এসকফ গত দুই দিনে ধ্বংস করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ১১,৯৭২ বোতল ফেন্সিডিল ও ৩১৭৩ বোতল এসকফ এবং ৩৯,৭৪০টি ইয়াবা ট্যাবলেট ধ্বংস করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে নেশা বিরোধী অভিযান জোর কদমে শুরু হয়েছে। তাতেও সাফল্যও মিলেছে। আজ বোধজং নগরে ফেন্সিডিল এবং এসকফ ধ্বংস করা হয়েছে। এ-বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, গত ১০ অক্টোবর এডি নগর থানাধীন বাধারঘাটে একটি গুদামে পুলিশি অভিযানে ফেন্সিডিল ও এসকফ উদ্ধার হয়েছিল। ফেন্সিডিল ও এসকফ বিক্রি করা নিষিদ্ধ। পুলিশের কথায়, বাধারঘাটের ওই গুদাম থেকে ১১,৯৭২ বোতল ফেন্সিডিল এবং ৩১৭৩ বোতল এসকফ উদ্ধার হয়েছিল। আদালতের নির্দেশে এখন ওই নেশা সামগ্রী ধ্বংস করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রায় ২১ লক্ষ টাকা মূল্যের নেশা সামগ্রী আজ ধ্বংস করা হয়েছে।

এদিকে, গতকাল ইয়াবা ট্যাবলেট ধ্বংস করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গত বছর ডিসেম্বরে সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন মতিনগর গ্রামে নেশা বিরোধী অভিযানে ৩৯,৭৪০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছিল। যার বাজারমূল্য প্রায় ২১ লক্ষ টাকা। পুলিশের কথায়, আদালতের নির্দেশেই ওই সমস্ত ইয়াবা ট্যাবলেট ধ্বংস করা হচ্ছে। আগামী দিনেও এধরণের প্রক্রিয়া জারি থাকবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

নেশা সামগ্রী ধ্বংসে দায়িত্বপ্রাপ্ত জনৈক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ত্রিপুরায় নেশা বিরোধী অভিযানে বিরাট সাফল্য রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সর্বদাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যীশু খ্রীষ্ট'র জন্মদিন, রাজ্যে প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। বড়দিনের আনন্দে মেতে ওঠার প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। দোকানে-দোকানে বাহারি সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বিকিকিনিও অল্প বিস্তর শুরু হয়ে গেছে। তেমনি, মরিয়ম নগরে ক্যাথলিক চার্চেও প্রস্তুতির ধুম পড়েছে। যীশুর জন্মদিন প্রতিবছরই ওই চার্চে মহা ধুমধামে পালিত হয়। অবশ্য, সারা ত্রিপুরাতেই ওইদিনটিতে উৎসবের আমেজেই পালন করা হয়। জাতি-জনজাতি উভয় অংশের মানুষ নিজ নিজ কায়দায় বড়দিনের আনন্দ উপভোগ করে থাকেন।

২৫ ডিসেম্বর যীশু খ্রীষ্ট-র জন্মদিন গোটা বিশ্বে পালিত হয়। শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম প্রধান কারিগর সান্তা দাদুকে নিয়েও কচিকাঁচাদের মধ্যে এক আলাদা উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। ফলে, ওইদিন উপহারের আদান-প্রদান উৎসবের পরিবেশকে আরো রঙিন করে তোলে।

বড়দিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে আগরতলায় বিভিন্ন দোকানে বাহারি সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। সান্তা, বেল, সান্তা ড্রেস, টুপি, এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ষ্টার, বাহারি বেলুন, খ্রীষ্টমাস ট্রি এইসব বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে দোকানে বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সাধারণত, ওই সমস্ত সামগ্রী প্রতিবার বিক্রি হচ্ছে। তবে, এবার ডিজাইন অনেকটাই অন্যরকম বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। বিশেষ করে, সান্তা পুতুল এবং নতুন ডিজাইনের বেল এবছরই আগরতলার বাজারে আনা হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের দাবি, এবছর আকর্ষণীয় ডিজাইনের সমস্ত সামগ্রী আনা হয়েছে। খ্রীষ্টমাস উপলক্ষ্যে প্রত্যেকটা সামগ্রীর দারুন কদর হবে বলে তাঁরা আশাবাদী। তবে, বাজারে ক্রেতাদের ভিড় এখনো লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কিন্তু, এই পরিস্থিতি বদলাবে বলে নিশ্চিত ব্যবসায়ীরা। জনৈক ব্যবসায়ী বলেন, বড়দিনের বাজার এখনো জমে উঠেনি। তবে, সময় এখনো রয়েছে। বিকিকিনি বাড়বে, আশা প্রকাশ করে বলেন তিনি। এদিকে, খ্রীষ্টমাস-র বাজার সেরে জনৈক ক্রেতা বলেন, সান্তা ড্রেস এবং টুপি নিয়েছি। তিনি বলেন, দাম অন্যান্য বছরের তুলনায় দাম সামান্য বেশি।

এদিকে, মরিয়ম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ফের ত্রিপুরায় নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী। তবে নেশাকারবারি বিএসএফ-এর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে বিএসএফ। যার বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ ভার্মা জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় ভারত-বাংলা সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় ১১০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। তিনি জানান, সিপাহিজলা জেলার দীপক এবং চান্দেরপুর বিওপি-র জওয়ানরা সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় পাচারকারীদের গতিবিধি টের পান। তখন তাঁরা পাচারকারীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক বার্তা দেন। কিন্তু বিএসএফ জওয়ানদের দেখতে পেয়ে পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তিনি জানান, বিএসএফ জওয়ানরা ছুটে গিয়ে পাচারকারীদের ধরার চেষ্টা করলেও তাতে তারা ব্যর্থ হন। এর পর ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১১০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। অরুণ ভার্মার কথায়, উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটের বাজারমূল্য সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, ওই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি সোনামুড়া থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, একই এলাকায় টহল দেওয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে বিএসএফ। অরুণ ভার্মা জানিয়েছেন, ১,৩০,৭২০ টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ নেশা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৭৩ ▫ ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ৪ পৌষ ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পরিত্রাণ কোন্ পথে

অশান্তির আগুনে জ্বলিতেছে গোটা দেশই। বিক্ষোভ বিপজ্জনক পথে আগাইতেছে। পশ্চিমবাংলায় বিক্ষোভের আগুনে কোটি কোটি টাকার সরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। রেলের ব্যাপক ক্ষতি ও ট্রেন বাতিলের কারণে যাত্রীদের দূর্ভোগ চরমে পৌঁছিয়াছিল। বাংলার এই আগুন তো বিধ্বংসী রূপ নিয়া গোটা দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত ক'দিন ধরিয়া দিল্লীতে আগুন জ্বলিতেছে। লাঠি জলকামানগুলি ব্যবহার করিয়া এই আগুন নিভানো যাইতেছে না। যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশে ক্যাব বিরোধী হাঙ্গামা আছড়াইয়া পড়িয়াছে। কানপুরেই আট বিক্ষোভকারী গুলিবিদ্ধ হইয়াছে। এই আগুন ছড়াইয়াছে নীতিশ কুমারের বিহারেও। মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ শেষ পর্যন্ত কবুল করিতে বাধ্য হইয়াছেন তিনি তাঁদের রাজ্যে এনআরসি ও ক্যাব কার্য্যকর করিবেন না। তাঁহার কণ্ঠে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতার সুর। মমতা তো স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন প্রাণ থাকিতে এনআরসি ও ক্যাব বাংলায় চালু করা যাইবে না। দেশের রাজধানী দিল্লীতে শুক্রবারও তুমুল বিক্ষোভ দফায় দফায় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। কাঁদানে গ্যাস জল কামান ব্যবহার করে পুলিশ। দিল্লীর আঁচ ছড়াইয়া পড়ে উত্তর প্রদেশে। এই বিধ্বংসী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনিতে না পারিলে দেশের স্বাভাবিক জীবন যাত্রাই তো স্তব্ধ হইয়া পড়িবে। কিন্তু, পরিস্থিতি তো কার্য্যত নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলন আজ এমন বিধ্বংসী পথে কেন? কেন আজ ক্ষোভর আগুনে জ্বলিতেছে গোটা দেশ। বিক্ষোভ আন্দোলনের জেরে শুক্রবার পর্য্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছাড়াইয়াছে ১২তে। বহু আহত হইয়াছেন। বিপুল সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে। এই আন্দোলন বিক্ষোভের জেরে গোটা দেশ আজ চরম এক বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পশ্চিমবাংলাতেই বিক্ষোভের আগুনে কয়েকশো কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে। গ্রেপ্তার হইয়াছেন তিন শতাধিক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, আন্দোলনে হিংসা বরদাস্ত করা হইবে না। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলনে সকলকে অংশ নিতে আহ্বান রাখিয়াছেন। দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, বিহারে উন্মত্ত আন্দোলন গোটা দেশকেই বিরাট পরীক্ষার মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। আসলে, এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারে নিয়া জনমত যাচাই না করিয়া বিল পশ করিবার ঘটনায় রীতিমতো বিস্ফোরণ হইয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলিয়াছেন, ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের কারণেই আজ এই বিল আনিতে হইয়াছে। স্বাধীনতার পর ভারত নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করে। ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যর গান গাহিয়া চলিয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষতার মহান কর্তব্য গোটা বিশ্বে ভারত অন্যতম বিশেষ মর্যাদা পাইয়াছে। ইহাই সবচাইতে দূর্ভাগ্যের যে, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ হইলেও দেশের রাজনৈতিক দলগুলি সেই পথ হইতে বিচ্যুত হন। তাহার রাজনীতিকে ধর্মীয় সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্র হিসাবে শুরু করেন। দেশব্যাপী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোটের জন্য মুসলিম তোষণ চালাইয়া যান। কোনও দল মন্দির নিয়া ভোটারদের মন পাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। এই যে ভোটের রাজনীতি তাহাই একটি সরকারকে পর্য্যন্ত কঠিন পদক্ষেপ নিয়া দেশকে কঠিন পরিস্থিতির মুখে ঠেলিয়া দিলেন। হিন্দু তোষণ, মুসলিম তোষণের রাজনীতিই আজ দেশের সামনে ভয়ানক বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছে। আজ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এত ঝুঁকি নিয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ করার তাগিদ কোথা হইতে আসিয়াছে সে সম্পর্কেই তো অনেকে খুব বেশী অবগত নন। আসামের ১৯ লক্ষ বসিন্দাদের নাম এনআরসির তালিকায় উঠে নাই। তাঁহাদের ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকিবার মতো অবস্থা। এই পরিস্থিতি হইতে মুক্তির পথ খোঁজা হইতেছিল। তখনই আসে নাগরিকত্ব সংশোধনীর। এই সংশোধনীর ফলে আসামে এনআরসিতে যাহাদের নাম নাই তাঁহারা হয়তো বাঁচিয়া যাইবেন। বিল তো পাশ হইয়া গেল। এখনও পরিস্থিতি একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাহির। আসলে, জনমত যাচাই না করিয়া আইন পাশ করাইলে তাহার প্রতিক্রিয়া তো হইতেই পারে। আজ দেশ জুড়িয়া অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। কিভাবে এই বিপদ হইতে দেশকে মুক্ত করা যাইবে তাহা বাস্তব সমস্যার উপর ভিত্তি করিয়া সমাধানের পথে যাওয়া উচিত। এই বিক্ষোভের আগুন মোকাবেলা শুধু পুলিশ মিলিটারি দিয়া হইবে না।

সিবিআইয়ের মুখোমুখি প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তী

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স): রোজভ্যালিকাণ্ডের তদন্তে তদন্তে এবার সিবিআইয়ের মুখোমুখি হলেন কলকাতার আরেক প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌতমমোহন চক্রবর্তী। শুক্রবার সিজিও কমপ্লেক্সে প্রায় ৪০ মিনিট গৌতমমোহন চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদিন সিবিআইয়ের কাছে বেশ কিছু নথি তুলে দিয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার।

রোজভ্যালি কাণ্ডে ২০১০ সালে সেবির তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছিল কলকাতা পুলিশকে। সে সময় কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন গৌতমমোহন চক্রবর্তী। রোজভ্যালি কাণ্ডে সে সময় একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে কী তদন্ত করেছিল কলকাতা পুলিশ, সে ব্যাপারে জানতেই গৌতমমোহন চক্রবর্তীকে তলব করে সিবিআই।

গৌতমমোহন শুক্রবার বেলা ১২টা নাগাদ তিনি সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন। ২০১০ সালে সেবি যখন চিঠি দিয়েছিল, তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন তিনি। সেবি চিঠি দিয়ে কলকাতা পুলিশের কাছে কী জানিয়েছিল ? চিটফান্ডগুলির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে বলে ছিল কি না ? তদন্ত শুরু হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে এদিন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়।

সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সাংবাদিকদের গৌতমমোহন চক্রবর্তী বলেন, ২০১০ সালে রোজভ্যালির বিষয়ে আমরা তদন্ত করছিলাম । সেই সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন করা হয় । সেবিকে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম । ওরাও আমাদের চিঠি দিয়েছিল । এখন তো সিবিআই তদন্ত করছে । তাই তদন্তের বিষয়ে কিছু বলতে পারব না । কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের বিষয়ে আমার কোনও মতামতও নেই ।'

তিনি বলেন, আমি যখন পুলিশ কমিশনার ছিলাম, সে সময় রোজভ্যালির তদন্ত চলছিল। সে সময় কী তদন্ত হয়েছিল, তদন্তের অগ্রগতি কী ছিল। সে ব্যাপারে জানতে চেয়েছিল সিবিআই। আমি যতদূর জানি, সে সময় কোনও এফআইআর হয়নি। ২০১১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এফআইআর হয়নি'। কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার এও বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে আবার ডাকা হলে আসব। তদন্তে সহযোগিতা করছি'।

রোজভ্যালি কেলেঙ্কারিতে এর আগে কলকাতার আরেক প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান দময়ন্তী সেনকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান থাকাকালীন রোজভ্যালি সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ জমা পড়েছিল দময়ন্তী সেনের কাছে। আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত সেসব অভিযোগের তদন্ত করেন দময়ন্তী সেন। এই সংক্রান্ত বিষয়ে সেবিতে রিপোর্টও পাঠান তিনি। রোজভ্যালি কাণ্ডের সেই তদন্তের বিষয়ে জানতেই কলকাতা পুলিশের বর্তমান অতিরিক্ত কমিশনার (৩) দময়ন্তী সেনকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করে।

এর আগে রোজভ্যালি মামলায় ডিসি বন্দর ওয়াকার রাজাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। ২০১২ সালে কাস্টমস হাউসে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে ছিলেন সেবি ও আরওসি-র আধিকারিকরা। সিবিআইয়ের দাবি, সিআইডির হয়ে ওই বৈঠকে ছিলেন রাজা। বৈঠকে ওয়াকার রাজা জানিয়েছিলেন, অভিযোগ না থাকায় রোজভ্যালির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। এরপর সেবির তরফে রোজভ্যালির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রের কপি পাঠানো হয়। এরপর রোজভ্যালির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা, এই ব্যাপারে জানতেই ওই আইপিএসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে খবর।

শিল্পপতি গোষ্ঠীগুলির লড়াইয়ের ফসল মহারাষ্ট্রে নতুন সমীকরণ

রথিন চক্রবর্তী

মহারাষ্ট্রে মন্ত্রিসভা গঠনে যে নাটকটা ঘটল, এরকম অভূতপূর্ব ঘটনা এর আগে কোনওদিন ভারতীয় গণতন্ত্রে ঘটেছে বলে তো মনে পড়ে না। এরকম নৈশকালীন তৎপরতা একমাত্র যুদ্ধের পরিস্থিতিতেই সম্ভব। বিজেপি ও শিবসেনা জোট বেঁধেই ভোটের রণাঙ্গনে নেমেছিল। প্রত্যাশামতো না হোক ফলটা জোটের অনুকূলেই ছিল। সরকার গড়া কিছু কঠিন ছিল না। তবু সে জোট সরকার হয়নি। সংবাদে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী তার কারণে ছিল মুখওমন্ত্রিত্বের সময়কাল সম্পর্কে উভয় দলের মতবিরোধ। দু'পক্ষ অনড় থাকায় জোট ভেঙে গেল। বিজেপি সরকার গঠনের দাবি থেকে সরে দাঁড়াল।

মোটামুটি কাছাকাছি চিন্তাধারার দউই দল কংগ্রেস ও এনসিপির সঙ্গে বিপরীত চিন্তাধারার শিবসেনা তখন সরকার গড়ার জন্য তৎপর হন। নীতিগত প্রশ্নে উভয় তরফের বহু বিরোধের জট কাটাতে সময় লাগলেও প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিল শিবসেনার মুখ্যমন্ত্রিত্বে এনসিপি, কংগ্রেসের একটা বোঝাপড়ার সরকার ক্ষমতাসীন হবে।

২১/১১/২০১৯ শুক্রবার সন্ধে থেকে মধ্যরাতের মধ্যে ছক বদলে গেল। এনসিপির পরিষদীয় দলনেতা দলবদল করে বিজেপিকে সমর্থন ছিল। রাষ্ট্রপতি শাসন উঠে গেল। সকালে বিজেপি ও দলত্যাগী এনসিপির মিলিত এক সরকার গড়ে ফেলা হল। আদালতের রায়ের ধাক্কায় তাও ধসে গেল শেষ পর্যন্ত।

এ তো হল মঞ্চে ঘটা নাটক। সব দর্শকই দেখছেন। কুশীলবদের লাফালাফি নাচানাচি। বিচক্ষণ দর্শক বোঝার চেষ্টা করেন অন্তরালবর্তীদের ভূমিকা। নির্দেশনাটা কেমন হল। কেমনই বা হল মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাদ বা আবহসঙ্গীত পরিচালনা ইত্যাদি। এখানেও তাই আমাদের দেখতে হবে অন্তরালবর্তী কারা এবং কী তাদের ভূমিকা।

প্রথমেই দেখতে পাই দু'জনকে নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা দলীয় সভাপতি। বাদবাকিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী আছেন বলে তো মনে হল না। রাষ্ট্রপতি শাসন তোলার জন্য ক্যাবিনেট মিটিংটাও হল না। দু'জনের সিদ্ধান্তই যথেষ্ট।

প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে বোধহয় সেই বিমুদ্রাকরণের দিন থেকে। ২০১৬-র ৮ই নভেম্বর কী ঘোষিত হবে তা বোধহয় তৎকালীন অর্থমন্ত্রীও জানতেন না। সেদিনের পর থেকে এ পর্যন্ত যা যা সরকারি সিদ্ধান্ত হয়েছে তার অগুরুত্বপূর্ণ কিছু ছাড়া বাকি গুরুত্বপূর্ণগুলো সম্পর্কে মন্ত্রিসভা বা দলের ভূমিকা অতি নগণ্য, পার্লামেন্ট তো দূরঅস্ত। উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়। শুধু নমুনা হিসেবে একটাই হাজির করি। ক'দিন আগে অরুণাচলের বিজেপি সাংসদ লোকসভায় জানালেন চিন অরুণাচলের কিছু এলাকায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত ভিতরে ঢুকে এসেছে। মন্ত্রী ও অন্য বিজেপি সাংসদরা চুপ। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ এ বিষয়ে টু শব্দটি প্রয়োগ করতে পারবেন না। চিন ভারত সম্পর্ক বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না।

এই গণতন্ত্রেরই তো একটা বহিঃপ্রকাশ ঘটল এই মহারাষ্ট্রে। বিরোধীরা তো দূরের কথা, দলই জানল না কী করা হল বা কেন করা হল। যেনতেন প্রকারে ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে---এটাই হল লক্ষ্য।

এই অনৈতিকতার পথে বিজেপিই প্রথম গেল এমন নয়। এরকম কাজ কংগ্রেসও করেছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ী যেবার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন সেবার তাঁকে আস্থা ভোটে এক ভোটে হেরে যেতে হয়েছিল। ভোটটি ওড়িশার যে সাংসদ দিয়েছিলেন তিনি তখন রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে যাওয়ায় সাংসদ থাকার অধিকার হারিয়েছিলেন। ইস্তফাপত্রটি তখনও গৃহীত হয়নি এই কুযুক্তিতে যে তিনি অচল বিরোধী ভোটটি প্রয়োগ করেছিলেন, কংগ্রেসের সেদিন বিবেকে বাধেনি। তবে কংগ্রেস করেছিল বলে বিজেপিও তাই করবে এই প্রত্যাশা নিয়ে তা দেশবাসী বিজেপিকে ক্ষমতাশীল করেনি। কাজেই দেশবাসী ঠিকই বুঝে নেবে কোনটা নৈতিকতা আর কোনটা অনৈতিককতা। তাই সে প্রসঙ্গটি এখন থাক।

এখন দেখা যাক এই কলকাঠি নাড়ার পিছনে কি ধুশুই মোদি, অমিত শাহ, না নেপথ্যে আরও কোনও বড় কারিগর আছে।

আমরা ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের সময়ে প্রকাশিত একটা তথ্যে জেনেছি নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি কুড়িটি বিমান ও ৩০টি হেলিকপ্টার ভাড়া নিয়েছিল। এই বিমানের ভাড়া পড়েছিল ঘণ্টা কিছু ৫৭০০ ডলার (টাকার হিসেবে প্রায় তিন লক্ষ বিরানব্বই হাজার টাকা)। আর কপ্টারের ভাড়া পড়েছিল ঘণ্টা পিছু ৭২০০ ডলার (পাঁচ লক্ষ চার হাজার টাকা)। তথ্যটি প্রকাশ করেছিলেন চাটার্ড উড়ান ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান বিজনেস এয়ারক্র্যাফট অপারেটর্স অ্যাসোসিযেশন'-এর উপদেষ্টা সংস্থা মার্টিন কনসালটিং-এর প্রতিষ্ঠাতা মার্ক মার্টিন। নেতারা কে কত ঘমটা এই বিমান ও কপ্টার ব্যবহার করেছিলেন তা আমরা জানি না। বোধহয় বিজেপি দলও জানে না। অমিত শাহের মোট সফরের একদিনের তথ্য কাগজে পেয়েছিল। ৬ই এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তিনি দিল্লি, বিজয়ওয়াড়া, বিগ্রুগড় হয়ে আহমেদাবাদ গিয়েছিলেন, পথের দৈর্ঘ্য ৪৫০০ মাইল। সময় লেগেছির প্রায় এগারো ঘণ্টা (সূত্র আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮-৪-২০১৯)।

এবার ঘণ্টার হিসেবে টাকার হিসেবটা পঠকই করে নেবেন। একজন নেতার একদিনের সফরের ব্যয় যদি এই হয় তাহলে একাদিকনেতার বিশেষ করে মোদিজির সব কদিনের সফরের ব্যয় কত হয়েছিল তা শুধু ঈশ্বরই জানেন।

প্রশ্ন হল, কে বা কারা এই টাকা জোগাল। আর তাহলেই দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে কেন জোগাল। সুতরাং বুঝতে অসুবিধে হয় না এই দলেরনেপথ্যের চালক আসলে কারা। এবশ্যই তাঁরা যারা ভোট তহবিলকে সমৃদ্ধ করেন। ভারতীয় সংবিদানের ৩২৪ ধারা অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন যে নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন সেখানে ২০০৩ সালে লোকসভা অনুমোদিত একটি ধারা গ্রহণ করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের সহমত প্রাপ্ত সেই ধারায় রাজনৈতিক দলগুলিকে (কমিশন স্বীকৃত) নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহ করার অধিকার দেওয়া হয়। বলা হয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ওই তহবিল দান করতে পারবেন আর সে দান হবে আয়করমুক্ত এবং জনসমক্ষে প্রকাশিত। ২০১৭ সালে বিজেপির শাসিত সরকারের আমলে সেই দান নির্বাচনী বন্ড মারফত সংগ্রহের ব্যবস্থা হল এবং সমগ্র দান প্রদান ও গ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে গোপন রাখার ব্যবস্তা হল। ২০০৩ -এর সুপ্রিম কোর্ট নিদেশিত স্বচ্চতার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করার হল (সূত্র সংবিধান দিবসে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভায় প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার প্রদত্ত ভাষণ ১২/১২/২০১৯। বিজেপির তহবিল এবার অবাধ তার বেশিরভাগটাই রইল গোপনীয়। কিছুটা প্রকাশ্যে লোকচক্ষু গোচর করা হল। কারা দিলেন এই দান তা অন্বেষণ করলে দেখা যাবে তাঁরাই দিলেন যাঁদের সম্পদ বিগত কয়েক বছরে ফুলেফেঁপে অতি পুরপুষ্ট। ২০১৯ এর সেপ্টেম্বরে আইআইএফএল ওয়েলথ হুরন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট জানায় যে ভারতে ১০০০ কোটি বা তার বেশি টাকার সম্পত্তিধারীদের সংখ্যা ২০১৮-র ৮৩১ থেকে ২০১৯-এ ৯৫৩তে এসে দাঁড়িয়েছে। আইআইএফএলের পক্ষে ইয়াতিন শাং জানান যে এঁদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন মুকেশ আম্বানি, যাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ৩.৮ লক্ষ কোটি টাকা। সবচেয়ে ধনী এই ভারতীয়র পরে আরও ৯ জনের তালিকায় দুই নম্বরে হিন্দুজা পরিবার, তিন নম্বরে আজিম প্রেমজি চারে আর্সেলর মিত্তল, পাঁচে গৌতম আদানি, ছয়ে উদয় কোটাক, সাতে সাইরাস পুনাওয়ালা, আটে সাইরাস পালোনজি মিস্ত্রি এবং নয়ে দিলীপ সাঙঘাভি।

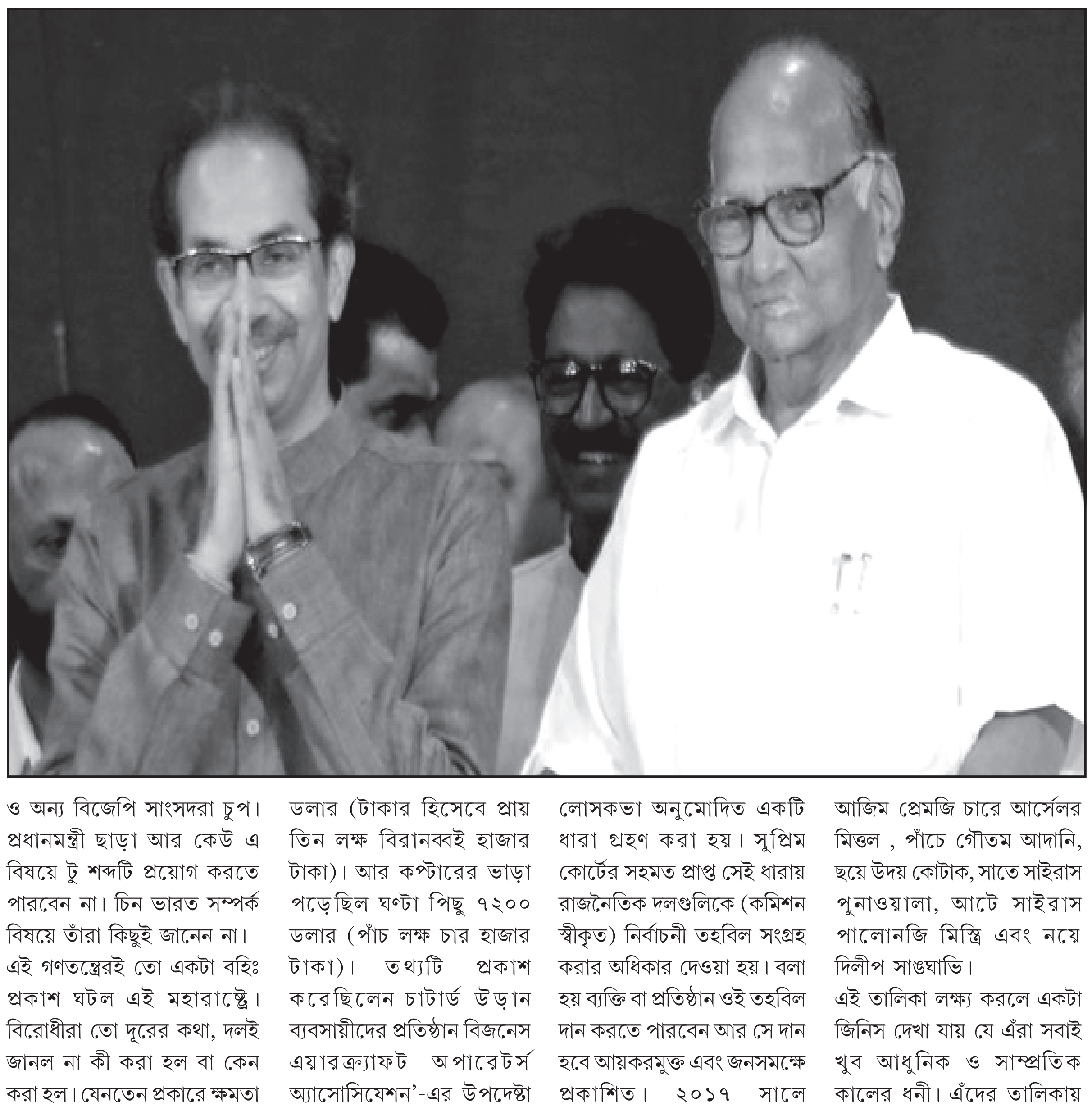

এই তালিকা লক্ষ্য করলে একটা জিনিস দেখা যায় যে এঁরা সবাই খুব আধুনিক ও সাম্প্রতিক কালের ধনী। এঁদের তালিকায় অতীতের সেই দিকপাল গোষ্ঠীর স্থান নেই। টাটা, বিড়লা, শ্রীরাম গোষ্ঠীরা এখন পেছনের সারিতে।

এই চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে এবার আমরা মহারাষ্ট্রের নাটকটা কিছুটা বুঝতে পারব। কংগ্রেস দল সমৃদ্ধ হয়েছিল অতীতের ওই শিল্পোগোষ্ঠীদের দানে। শুধু দান নয়, ঘনশ্যামদাস বিড়লা একসময়ে গান্ধিজি ও চার্চিলকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখেন। নেহরু প্যাটেলরা এঁদেরই সঙ্গে পারস্পরিক লেনদেন করতেন। এঁরা ছিলেন বনেদি ধনী, শিল্পপতি ও সমাজসচেতন মানুষ।

ইন্দিরা গান্ধিই প্রথম ভুঁইফোঁড় নীতিহীন অর্থলোলুপ ধনীদের আস্কারা দিতে শুরু করেন। অনলি বিমল দিয়ে যাত্রা শুরু করা আম্বানি পরিবারকে দিয়ে দেন কাবেরি বেসিনের গ্যাস ও পেট্রোল তোলবার একচেটিয়া অধিকার। তারপরের ইতিহাস এঁদের ক্রমাগত বৃদ্ধি।

ইন্দিরা পরবর্তী যুগে এঁরাই হন কংগ্রেসের বড় সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। তখন অবশ্য এঁরা ছিলেন বাহক, রাজনীতিকরা ছিএলন আরোহী। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও রাজনীতিক উভয় পক্ষই হয়ে উঠলেন দুর্নীতিপরায়ণ। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের যে সম্মেলন হয় তার প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন গোষ্ঠী 'অক্সফ্যাম' একটি রিপোর্ট দেয়। তাতে ভারত সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁরা জানান যে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতে কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে যায় দশ গুণ, এবং এটার কারণ হচ্ছে অনুন্নত করকাঠামো এবং সরকারের থেকে ধনীদের অন্যায় সুবিধে পাওয়া (সূত্র আঃ বাঃ পত্রিকা, ২১/১/২০১৪)।

কংগ্রেস শাসনের অবসানের পর সেই ধারা শুধু থেকেই যায়নি, উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়েছে। ধনকুবের ও রাজনীতিকদের মিলিত প্রয়াসে ধনবৃদ্ধির পন্থা হয়েছে প্রতারণা, জালিয়াতি ও মিথ্যাচারিতা। এই নবাগত 'মহিম হালদাররা' অতীতের বিশ্বম্ভর রায়দের (ঋণ জলসাঘর) কার্যত কোণঠাসা করে দিয়েছিল। এঁদেরই নাম দেওয়া হয়েছে Crony Capitals.

মহারাষ্ট্রে সাম্প্রতিক নাটকে তাই অন্তরালবর্তীদের পর্যালোচনা করতে গিয়ে বুঝতে পারছি আসল দ্বন্দ্বটা বোধহয় ভুঁইফোঁড় বনাম বনেদি। Crony বনাম Non Crony মুম্বাই হচ্ছে ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী। এবার বনেদিরা ওই ভুঁইফোঁড়দের কবল থেকে তাঁকে মুক্ত রাখতে মরিয়া। শিবসেনা, এনসিপি বা কংগ্রেস কোনওটাই সর্বহারাদের দল নয়। আদর্শ ও নীতিতেও এরা এক নয়, তবু এরা একসূত্রে যে বাঁধা পড়ল তার মূল কারণ এদের তহবিল সরবরাহকারীরা আর ওই আম্বানি আদানি জোটের দারোয়ান বিজেপিকে সুযোগ দিতে রাজি নয়। এই পিছিয়ে পড়া অতীতের দিকপাল শিল্পপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে আধুনিক যুগের MSME গোষ্ঠীর ছোটখাট শিল্পেদ্যোগীরা যাদের উৎপাদিত সামগ্রী সাধারণ মানুষ আর কিনতে পারছে না গ্যাস বিদ্যুৎ ইত্যাদির ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কারণে। কারণ সেগুলোর মালিকানা একচেটিয়া ওই গোষ্ঠীর হাতে। মহারাষ্ট্র রাজনীতির এই সাম্প্রতিক রসায়ন ওই দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বস্তারের ঐতিহাসিক দশেরা উৎসব

অন্তরা ঘোষ

চারদিকে পাহাড়, নদী ও জঙ্গলে পরিবেষ্টিত অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রূপ রাশি নিয়ে স্বমহিমায় বিরাজ করছে ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলা। ইন্দ্রাবতী নদীর ছন্দময় গতি, পাহাড়ের গাম্ভীর্য, ঝরনার চপলতা, পাখিদের কলকাকলি, শঙ্খিনী ডঙ্কিনী নদীর মিলনের মাধুর্যতা আর সর্বোপরি আদিবাসী মানুষগুলির সংস্কৃতি ও সারল্য বস্তার জেলাকে স্বতন্ত্র এক স্থান দিয়েছে। এখানাকার দশেরা উৎসব নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা বজায় রেখে ভারত তথা বিশ্বের মানুষের বিস্মিত করেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এখানে আসেন দশেরা দেখতে।

আমিও সেই দশেরা উৎসব দেখতেই এবার পুজোতে গিয়েছিলাম জগদলপুর। জগদলপুর বস্তার জেলার একটা ছোট্ট ডিস্ট্রিক্ট টাউন। ন'দিন ধরে নানা প্রথা রীতি নীতি পালিত হবার পর বিজয়া দশমীর দিন দেখলাম দন্তেশ্বরী মন্দির চত্বরে ফুল দিয়ে সাজানো ৩৫ ফুট উঁচু রথ টানা আর অগণিত মানুষ ভিড়। আশেপাশের গ্রাম থেকে শয়ে শয়ে আদিবাসী তাদের দেবী দেবতা নিয়ে দশেরাতে আসেন রথ টানতে। দেবী দেবতারা বেশির ভাগই লাঠির মধ্যে কাপড় ও ফুল দিয়ে সাজানো। আদিবাসী ও গ্রামের মানুষরা দেবী দেবতাদের কাঁধে করে নিয়ে আসছেন। কোথাও চলছে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের নাচ, কোথাও ড্রাম বাজানো ও তার সাথে নাচ। সে এক অন্য রকম পরিবেশ। দন্তেশ্বরী মন্দির আলোর মালা দিয়ে সাজানা। কাতারে কাতারে মানুষ রথ টানছ তার সাথে আকাশে বাতাসে মুহূর্মুহু আতসবাজির খেলা। সারা দেশে যখন দশেরার দিন রাবণ পোড়ানো হয়, তখন বস্তার জেলায় দশেরা পালিত হয় মা দন্তেশ্বরীর পূজা ও সম্মানে।

আপনাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে কেন এই দশেরা এত বিখ্যাত। তাহলে আসুন বস্তারের দশেরা নিয়েই দু'চার কথা বলি। ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় এমনিতেই সারাবছরই অনেক পারস্পরিক প্রথা নীতিনীতি ও উৎসব পালিত হয়। কিন্তু এই সবের মধ্যে বস্তার জেলার দশেরার নাম সর্বাগ্রে। ৭৫ দিন ধরে পালিত হয় এই দশেরা। পৃথিবীর দীর্ঘতম দশেরা উৎসব। আগস্টে হরিয়ালি উৎসবের সময় শুরু হয় আর অক্টোবরে বিজা দশমীর দিন শেষ হয়। আপনি কি ভাবছেন বস্তারের দশেরাতে আমাদের দেশের অন্যান্য জায়গার মতো রাবণ দহন করা হয়। একদমই ভুল ভাবছেন। যে দেবকে কেন্দ্র করে এই ৭৫ দিন ব্যাপী বস্তার দশেরা উৎসব পালিত হয় তিন হলেন মা দন্তেশ্বরী দেবী। বস্তারের দান্তেওয়াড়াতে শঙ্খিনী ও ডঙ্কিনী নদীর সঙ্গমস্থলে মা দন্তেশ্বরী বিরাজমান। ইনি বস্তার রাজবংশের কুলদেবী। তন্ত্র চূড়ামণি অনুসারে ৫২ টি শক্তিপীঠের এক পিঠ হল এই দন্তেওয়াড়া। বলা হয়ে থাকে এখানে মা দন্তেশ্বরীর দন্ত বা দাঁত পড়েছিল।

দন্তেওয়াড়াতে মা দন্তেশ্বরীর অধিষ্ঠান ও বস্তার নামকরণের পিছনেও একটি বহু প্রচলিত কাহিনী আছে। কাকাতিয়া রাজা অনঙ্গদেব ওয়ারাংয়েল থেকে এখানে এসেছিলেন। রাজ্য দন্তেশ্বরী মাতার বরদান পেয়েছিলেন যে রাজা মাতাকে সঙ্গে করে যতদূর পদব্রদে যেতে পারবেন, তত দূর অবধি রাজার সাম্রজ্যের সীমানা হবে। কিন্তু শর্ত একটাই যে রাজার পিছন ফিরে তাকানো চলবে না। পিছন ফিরে তাকালে মা সেখানেই থেমে যাবেন। রাজাকে সেখানেই মাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অনঙ্গদেব দন্তেশ্বরী মায়ের প্রতীক ছাতা ধরে পদব্রজে চললেন। পিছন পিছন মায়ের পায়ের নূর্পুরের আওযাজ আসছিল। শঙ্খিনী ও ডঙ্কিনী নদীর সঙ্গমস্থলে দন্তেশ্বরী মায়ের পায়ের নূপুরের শব্দ রাজা আর শুনতে পেলেন না। রাজা ভাবলেন মা বুঝি আসছেন না। আসলে নদীর জলের বালিতে মায়ের পায়ের নূপুরের শব্দ চাপা পড়ে গিয়েছিল। রাজা যেই মাত্র ফিরে তাকালেন অমনি মা ওখানেই থেমে গেলেন আর পিছু ফিরে নিজের বস্ত্র যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দিলেন। যার জন্য এই অঞ্চলের নাম হল বস্তার অর্থাৎ বস্ত্রে ভিতর। রাজা শর্ত অনুযায়ী শঙ্খিনী ও ডঙ্কিনী নদীর সঙ্গমস্থলে দন্তেওয়াড়াতে মন্দির বানিয়ে দন্তেশ্বরী হলেন বস্তার রাজবংশের কুলদেবী।

মাতা দন্তেশ্বরীকে আবাহন ও সম্মানের উৎসবই হল বস্তার দশেরা। ৬০০ বছরের পুরনো এই দশেরা উৎসব আজও পরস্পরা রীতিনীতি মেনে পালিত হয়ে আসছে। হরিয়ালি অমাবস্যার দিন।

পাটাযাত্রা প্রথার বস্তার দশেরা শুরু হয়। আশ্বিন শুক্লপক্ষের প্রথম থেকে ১৫ দিনে ১২টিরও বেশি প্রথা পালিত হয়। আজও দশেরা উৎসবের প্রস্তুতির জন্য গ্রামে গ্রামে নিয়ম মেনে নাজির, পূজারী, কোতোয়াল, পাটেল নায়েকদের দসেরা উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

জনশ্রুতি আছে বস্তারের চালুক্য বংশের রাজা হয়রাজ দেবের পুত্র পুরুষোত্তম দেব একবার পুরীতে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির পদব্রজে যাত্রা করেন। ওথানে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও বস্তার দান করেন। জগন্নাথদের তার এক ভক্তকে স্বপ্নাদেশ করেন যে, তার পরম ভক্ত পুরুষোত্তম দেবকে রথপতি উপাধি দিতে ও ১২ চাকার রথ দান করতে। পুরুষোত্তমদেররথপতি উপাধি পান ও রথে করে পিরে আসেন বস্তারে। ১২ চাকার রথ চালানো অসুবিধা বলে দশেরার সময় দুটো রথ চালানো হয়। একটা চারচাকাও আরেকটি আট চাকার। যে প্রথা দিয়ে বস্তার দশেরা শুরু হয়। **চলবে** (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাংলাদেশে আ.লীগ সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন ঢাকা ২০ ডিসেম্বর: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী সংগঠন। বারবার আঘাত এলেও এই সংগঠনকে কেউ ধ্বংস করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার রাজধানী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা ও তার পরবর্তী ঘটনার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধ্বংস করা হয়েছে, স্বাধীনতা বিরোধীতে ক্ষমতায় আনা হয়েছে, রাজনীতির সুযোগ দেওয়া হয়েছে, মন্ত্রী করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পরিবারের হত্যাকারীদের বিচারের পথ বন্ধ করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে তাঁকে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় জানিয়ে তিনি ছোট থেকে নিজের রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতি তুলে ধরেন। শেখ হাসিনা বলেন, চেষ্টা করেছি আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার। তারপরেও আঘাত এসেছে। ভাঙ্গন এসেছে, ধীরে ধীরে সংগঠনকে গড়ে তুলেছি। আজকে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে সব থেকে বড় সংগঠন এবং সব থেকে শক্তিশালী সংগঠন। বাংলাদেশ ও আওয়ামী লীগের ওপর বারবার আঘাত এসেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আওয়ামী লীগ সংগঠনকে শেষ করে দেওয়ার অনেক প্রচেষ্টা অনেকেই করেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ জাতির পিতার হাতে গড়া আদর্শের সংগঠনকে কেউ নিঃশেষ করতে পারেনি। সংগঠনের সাময়িক ক্ষতি সাধিত হয়েছে কিন্তু আওয়ামী লীগ সংগঠনকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে পারেনি।

শেখ হাসিনা বলেন, এত অল্প সময়ে কোনো দেশ যুদ্ধে ভয়াবহতা কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, যা একমাত্র আওয়ামী লীগ ও জাতির পিতা তাঁর নেতৃত্বে সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিএনপির কথা উল্লেখ করে বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা দেশের জন্য কোনো কল্যাণ করতে পারে না। দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মানিলন্ডারিং, অস্ত্র চোরাকারবারী, গ্রেনেড হামলা, আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের ওপর অত্যাচার করেছে তারা। তিনি আরও বলেন, এক দশক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। এই সময়ে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু আয় বেড়েছে, দারিদ্রের হার কমেছে। জাতির পিতা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে রেখে গিয়েছে তা এখন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের ধারা ধরে রাখতে হবে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, 'আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। জাতির পিতার লক্ষ্য ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা, সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তাঁর সরকারে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু এক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশটাকে গড়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন উক্তি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক নেতার জন্য নীতি আদর্শ সবচেয়ে বড়। যিনি প্রস্তুত থাকতে পারেন, ত্যাগ শিকার করতে পারেন তিনি সফল হতে পারেন। আর আওয়ামী লীগ সেই সংগঠন যার নেতা কর্মীরা আত্মত্যাগ করেছেন এবং তারই ফসল বাংলাদেশের জনগণ আজ পেয়েছে। বাংলাদেশ আজকে এগিয়ে যাচ্ছে উন্নত সমৃদ্ধির পথে। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছেন, সেটাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, তাদেরও এই চিন্তা চেতনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা, জাতীয় চার নেতা, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এ ছাড়া বক্তব্য শেষে আজকের মতো সম্মেলন মুলতবি ঘোষণা করেন। শনিবার সকাল ১০টায় রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ আর নেই

মনির হোসেন ঢাকা ২০ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ আর নেই। শুক্রবার রাত ৮টার দিকে ঢাকার বসুন্ধরার অ্যাপোলোতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ড় হোসেন জিল্লুর রহমান নিশ্চিত করেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি স্ত্রী, এক মেয়ে, এক ছেলে এবং তিন নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। ২২ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত তার মরদেহ ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হবে। দুপুর সাড়ে ১২টায় আর্মি স্টেডিয়ামেই নামাজে জানাজা সম্পন্ন হবে। জানাজার পর ঢাকার বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছর স্যার ফজলে আবেদ ব্র্যাকের চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি নেন। তাকে প্রতিষ্ঠানটির ইমেরিটাস চেয়ার নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭২ সালে ব্র্যাক প্রতিষ্ঠা করার পর সংস্থাটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় পরিণত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় স্যার আবেদ বাংলাদেশ ও বিশ্বের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ার্ড ও সম্মাননা পেয়েছেন। ১৯৮০ সালে র‌্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার, ২০১১ সালে ওয়াইজ প্রাইজ অব এডুকেশন, ২০১৪ সালে লিও টলস্টয় ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড মেডেল, স্প্যানিশ অর্ডার অফ সিভিল ম্যারিট, ২০১৫ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি পুরস্কার অর্জন করেন। সর্বশেষ চলতি বছর তিনি সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সাউথ এশিয়ান ডায়াসপোরা অ্যাওয়ার্ড, শিক্ষায় ভূমিকা রাখায় ইয়াইদান পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন।

নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় আন্দোলন দার্জিলিংও

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স) : নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে শুক্রবার গর্জে উঠল দার্জিলিং। সারা পাহাড়ের দুই জেলা জুড়েই প্রতিবাদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন হয় কালিম্পং, কার্শিয়াং ও মিরিকেও। সেই প্রতিবাদের সুরেই মিশে রইল নিজেদের জাতিসত্তা রক্ষার দাবিও। নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার (বিনয় পন্থী) ডাকে শুক্রবার মিছিল ও জনসভা হল দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ও মিরিকে। সব জায়গাতেই মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অরাজনৈতিক বহু মানুষ ও পাহাড়ের বুদ্ধিজীবীরাও সামিল ছিলেন মিছিলে। মিছিলে উঠে আসা মূল দাবিই ছিল, ১৯৯০ সালে বাতিল হওয়া ইনার লাইন পারমিট (আইএলপি) ফের চালু করতে হবে পাহাড়ে। কারণ আইএলপি চালু থাকলে সেই ভূখণ্ডে নাগরিকত্ব আইন লাগু করার কোনও প্রশ্ন থাকবে না। গোর্খা মুক্তি মোর্চার নেতা বিনয় তামাং বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে চালু থাকা ইনার লাইন পারমিট ১৯৯০ সালে বাতিল করা হয়। এখন উত্তর সিকিমের সব এলাকায় আইএলপি লাগু আছে। পাহাড়েও আবার আইএলপি চালু হোক, এটাই আমাদের অন্যতম প্রধান দাবি।' একই সঙ্গে গোর্খাদের ভারতের আদি বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি ওঠে জনসভায়। বিনয় তামাং-এর কথায়, 'নেপাল থেকে আসা নয়, গোর্খাদের ভারত ভূখণ্ডেরই আদি বাসিন্দা বলে ঘোষণা করতে হবে। আমরা চাই এনআরসি লাগু হওয়ার আগেই ফের আইএলপি চালু হোক। গোর্খাদের অরিজিনাল ইনহ্যাবিট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া বলে ঘোষণা করা হোক। এরজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা চিঠি লিখব।' মোর্চা দাবি করেছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা শরণার্থীদের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় জায়গা দেওয়া যাবে না। এই সম্পর্কেও কথা দিতে হবে সরকারকে। বিনয় তামাং জানান, 'সামনেই বড়দিনের মরসুম। তাই দাবি আদায়ে আপাতত আন্দোলনে যাচ্ছেন না তাঁরা। জানুয়ারি মাস থেকে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সে জোরদার আন্দোলন শুরু করবে মোর্চা। তার আগে দাবি সম্পর্কে সচেতন করা হবে পাহাড়ের মানুষকে।'

রাশিয়ার নিরাপত্তার সদর দফতরের সামনে বন্দুকবাজের হামলা, তদন্তের নির্দেশ পুতিনের

মস্কো, ২০ ডিসেম্বর (হি.স) : রাশিয়ার প্রধান নিরাপত্তা সংস্থার সদর দফতরে আচমকা হামলা চালাল অজ্ঞাত পরিচয়ের এক বন্দুকবাজ। এর জেরে এখনও পর্যন্ত এক নিরাপত্তা আধিকারিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও পাঁচজন। পরে নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে খতম হয় অজ্ঞাত পরিচয়ের ওই বন্দুকবাজও। ঘটনাটি ঘটেছে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর লুবায়াঙ্কা স্কোয়ারে। জানা গিয়েছে, সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের বাইরেই হামলা চালায় অজ্ঞাত পরিচয়ের এক বন্দুকবাজ। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সদর দফতরের বাইরে দাঁড়িয়ে আচমকা গুলি চালাতে আরম্ভ করে ওই ব্যক্তি। এর জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই স্থানে কর্তব্যরত এক নিরাপত্তা আধিকারিকের। জখম হন আরও পাঁচজন। তার মধ্যে দুজন আধিকারিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। এফএসবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সদর দফতরের বাইরে আচমকা হামলা চালায় ওই বন্দুকবাজ। তবে অফিসে ঢুকতে পারেনি। তার গুলিতে এক আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছে আর জখম হয়েছেন পাঁচজন। পরে ওই ব্যক্তিকেও গুলি করে খতম করেন অন্য নিরাপত্তারক্ষীরা। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। সে কেন হামলা চালাল তাও জানা যায়নি। এর পিছনে কোনও জঙ্গি গোষ্ঠী রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বন্দুকবাজের হামলার কথা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে শোকপ্রকাশ করেন পুতিন। এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক হবার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক হবার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। গত কয়েক দিনে অশান্তির যে রিপোর্ট রাজ্য সরকার আদালতে জমা দিয়েছে তা সঠিক নয় বলে অভিহিত করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল ভাস্করন নায়ার রাধাকৃষ্ণন এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল ভাস্করন নায়ার রাধাকৃষ্ণন শুক্রবার নির্দেশ দেন বিস্তারিত রিপোর্ট সোমবার বেলা ১২ তার মধ্যে হাইকোর্টে জমা দিতে।

১৮ তারিখই রাজ্য সরকার তাদের এক পাতা রিপোর্টে হাইকোর্টকে জানিয়ে ছিল অশান্তি পাকানোর অভিযোগে এখনও পর্যন্ত ৯৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোট ৬৪টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টি বি রাধাকৃষ্ণনের ডিভিশন বেঞ্চে রিপোর্ট পেশ করে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা নিয়ন্ত্রণে যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য সরকার। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সব দিকে সতর্ক নজর রাখা হয়েছে।

এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যে যে পরিস্থিতি, তার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টে মোট আটটি মামলা জড়ো হয়েছে। যার একটির জরুরিভিত্তিতে শুনানির পর রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল ডিভিশন বেঞ্চ। সেই রিপোর্টে রাজ্য আরও উল্লেখ করেছে, গোটা রাজ্যে মোট ৭১৫টি রেল স্টেশন রয়েছে। যার মধ্যে মাত্র ৬ থেকে ৭টি রেল স্টেশনে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। পরিষেবা পুরোপুরি ব্যাহত হয়। অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, 'রেল ও রেল স্টেশনগুলির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে রেল সুরক্ষা বাহিনী। ভাঙচুর ও বিক্ষোভের সময় রেলের তরফে রাজ্যের কাছে যে সংখ্যক বাহিনী চাওয়া হয়েছিল রাজ্য তাদের সেই সংখ্যক বাহিনী দিয়ে সাহায্য করেছে।'

মামলাকারীর আইনজীবী স্মরজিৎ রায়চৌধুরী রাজ্য সরকারের এই রিপোর্ট মানতে চান নি। তার যুক্তি রাজ্যের পরিস্থিতি যদি ঠিকঠাকই থাকবে তবে অ্যাডভোকেট জেনারেল রিপোর্ট ১৮ তারিখে জমা দেওয়ার পর কেন ১৯ তারিখ হাওড়া জেলা শাসক নবান্নে রিপোর্ট জমা দিয়ে বললেন দাঙ্গার সম্ভাবনা আছে। তারপরই বিভিন্ন এলাকায় নেট বন্ধ করে দেওয়া হল। ফলে এখন অসুবিধায় পরেছেন হাজারে হাজারে মানুষ। এরপরই প্রধান বিচারপতি নির্দেশ দেন, নেট অবিলম্বে চালু করতে হবে। সওয়াল করতে গিয়ে স্মরজিৎ রায়চৌধুরী বলেন, নাগরিকত্ব আইন এখন আর বিল নেই। আইন হয়ে গেছে। সুপ্রিম কোর্ট সেই আইনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখনও সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলা বিচারাধীন। এমতাবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রোজ মিটিং মিছিল করছেন। আল পটকা মন্তব্য করছেন। যা আশা করা যায় না। এরপরেই প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল ভাস্করন নায়ার রাধাকৃষ্ণন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সতর্ক হবার নির্দেশ দিয়ে তাকে সতর্ক করে দেন। অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে সোমবার বেলা ১২ টার মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেবার নির্দেশ দেন।

ক্রাইস্টচার্চের মসজিদে হামলার জেরে সামরিক ধাঁচের সব বন্দুক ধ্বংস করে দিচ্ছে নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সামরিক ধাঁচের সব বন্দুক ধ্বংস করে দিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। বৃহস্পতিবার এই বন্দুক ধ্বংসের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। কিউই পুলিশ জানিয়েছে, শনিবারের আগে নিষিদ্ধ ঘোষিত সামরিক ধাঁচের সব বন্দুক ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

ক্রাইস্টচার্চের দুই মসজিদে হামলার জেরে সামরিক ধাঁচের সব বন্দুক ধ্বংস করে দিচ্ছে নিউজিল্যান্ড। উ চলতি বছরের ১৫ মার্চ শুক্রবার জুমার নামাজের সময় ক্রাইস্টচার্চের দুই মসজিদে বন্দুকধারীর নির্বিচার গুলিতে ৫১ জন নিহত হন। আহত হন আরও অর্ধশতাধিক। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে গ্রেফতার অস্ট্রেলীয় বংশোদ্ভূত ব্রেন্টন ট্যারেন্টকে(২৮) মূলহোতা হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ক্রাইস্টচার্চের দুই মসজিদে হামলা হয়েছিল এই ধাঁচের বন্দুকেই। এরপরে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বন্দুক সংরক্ষণ সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করা হয়।

হামলার কয়েকদিনই পরই কিউই প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডার্ন বলেছিলেন, দুই মসজিদে হামলায় যে ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, ওই রকমসহ দেশের সব সামরিক ধাঁচের আধা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ করে দেবে নিউজিল্যান্ড। একইসঙ্গে নিউজিল্যান্ডে অস্ত্র আইনে বড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে।

এর পরই বৃহস্পতিবার এই বন্দুক ধ্বংসের একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। তাতে দেখা গেছে, মেশিনের মাধ্যমে সামরিক ধাঁচের আধা স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের কার্যকারিতা নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে নিউজিল্যান্ড পুলিশ। কিউই পুলিশ জানিয়েছে, শনিবারের আগে নিষিদ্ধ ঘোষিত সামরিক ধাঁচের সব বন্দুক ধ্বংস করে দেওয়া হবে।

অসমে চালু হল মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা, শান্তির বার্তা সর্বানন্দর

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): অবশেষে স্বস্তি পেলেন অসমের মানুষজনউ টানা ১০ দিন বন্ধ থাকার পর শুক্রবার, ২০ ডিসেম্বর থেকে সমগ্র অসমজুড়ে চালু হয়ে গেল মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবাউ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদে কিছুদিন আগেই উত্তাল হয়ে উঠেছিল উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসমউ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে গত ১১ ডিসেম্বর থেকে অসমজুড়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। অবশেষে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে অসমউ তাই শুক্রবার থেকেই চালু করে দেওয়া হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবাউ অসম প্রশাসন সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল ন'টা থেকেই মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করে দেওয়া হয়েছে সমগ্র অসমজুড়ে।

অসম ছন্দে ফিরলেও, যে কোনও মুহূর্তে ফের অশান্ত হয়ে উঠতেই পারেউ তাই জনগণকে শান্ত থাকার পাশাপাশি আশ্বস্তও করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালউ শুক্রবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'কোনওভাবেই অসমের সম্মানহানি হবে না। শান্তির পথে আমরা এগিয়ে যাবউ' মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, 'আমি প্রত্যেককে আশ্বস্ত করতে চাই, অসমের ভূমিপুত্রের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, আমাদের ভাষা অথবা পরিচয় কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।'

বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

গড়বেতা, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সভা থেকে ফেরার পথে বিজেপি কর্মীদের মারধর গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আহত হয় দুই বিজেপি বুথ সভাপতি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার পাতুড়িয়া এলাকায়।

জেলা বিজেপির সম্পাদক মদন রুইদাস এর অভিযোগ বৃহস্পতিবার রাতে চন্দ্রকোনা রোডে দিলীপ ঘোষের সভা শেষে ফেরার পথে গড়বেতা পাতুড়িয়া এলাকায় আমাদের তিন বিজেপি কর্মী সমর্থক কে রাস্তায় একা পেয়ে তৃণমূলের কর্মীরা মারধর করে, এমনকি তাদের একটি মোটরবাইক ভাঙচুর করা হয়, এই ঘটনায় রাকেশ পাণ্ডে, বিপ্লব কুণ্ডু, নামে দুই বিজেপির বুথ সভাপতিকে ভর্তি করানো হয় হাসপাতালে। যদিও এই ঘটনায় শুক্রবার গড়বেতা

চন্দ্রশেখরকে মিছিলের অনুমতি দিল না দিল্লি পুলিশ, খুলল মেট্রো স্টেশন

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): অশান্তির আবহ বিরাজমান রাজধানী দিল্লিতেউ বৃহস্পতিবারই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে ঢেউ আছড়ে পড়েছিল রাজধানীতেউ এমতাবস্থায় শুক্রবার দিল্লির জামা মসজিদ থেকে যন্তর মন্তর পর্যন্ত মিছিল করার কথা ছিল ভীম আর্মির প্রধান চন্দ্রশেখর আজাদেরউ কিন্তু, চন্দ্রশেখর আজাদকে মিছিল করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ।

এদিকে, শুক্রবার সকাল থেকেই রাজধানীতে খুলে দেওয়া হয়েছে সমস্ত মেট্রো স্টেশন। দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি)-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ এবং প্রস্থান গেট খুলে দেওয়া হয়েছে যাত্রীদের জন্য। মেট্রো পরিষেবাও স্বাভাবিক রয়েছেউ প্রসঙ্গত, অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ১৭টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলউ ফলে ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন যাত্রীরা।

ঝাড়খণ্ডে পঞ্চম দফার ভোট-পর্ব, এগারোটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ২৯.২১ শতাংশ

রাঁচি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): অন্তিম তথা পঞ্চম দফা, শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে ঝাড়খণ্ডে শুরু হয়েছে শেষ দফার ভোটগ্রহণ। পঞ্চম তথা শেষ দফায় ঝাড়খণ্ডের ১৬টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ চলছেউ প্রবল ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করেই, সকাল থেকে প্রতিটি বুথে বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন ছিল, ভোট-পর্বকে ঘিরে উত্তাহ দেখা গিয়েছে জনসাধারণের মধ্যেউ এদিন ১৬টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ চলছে, যথাক্রমে-রাজমহল, বোরিয়ো (এসটি), বারহাইত (এসটি), লিটিপারা (এসটি), পাকুর, মহেশপুর (এসটি), শিকারিপারা (এসটি), দুমকা (এসটি), জামা (এসটি), জারমুন্ডি, নালা, জামতারা, দেওঘর ১৪-সারাত, পোরেয়াহাট, গোড্ডা এবং মহাগামা। বেলা এগারোটা পর্যন্ত ১৬টি বিধানসভা আসনে সামগ্রিক ভোট পড়েছে ২৯.২১ শতাংশউ বোরিয়োতে এগারোটা পর্যন্ত ভোটের হার ২৮.৬২ শতাংশ এবং বারহাইতে ২৭.৩৯ শতাংশ। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, বোরিয়া, বারহাইত, লিটিপারা, মহেশপুর এবং শিকারিপারা বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল সাতটা থেকে, চলবে বিকেল তিনটে পর্যন্তউ বাকি ১১ আসনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল সাতটা থেকে চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। অন্তিম দফায় হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এবং প্রাক্তন দু'জন মন্ত্রী (এল মারান্ডি এবং রণধীর সিং)উ শেষ দফায় ভোট-পর্বের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে ৪০,০০০ সুরক্ষা বাহিনীউ পঞ্চম দফায় ভোটারের সংখ্যা হল-৪০,০৫,২৮৭ জনউ তার মধ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা-১৯,৫৫, ৩৩৬ জনউ পোলিং স্টেশনের সংখ্যা ৫,৩৮৯উ উল্লেখ্য, ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ ডিসেম্বর, সোমবার।

মমতার রাষ্ট্রসংঘে গণভোটের মন্তব্যে ব্যথিত রাজ্যপাল

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রসংঘে গণভোটের মন্তব্যে ব্যথিত রাজ্যপাল। শুক্রবার তিনি বলেন, 'এই রাজ্যের মানুষের ভালো করার জন্য আমি সবকিছু করব' বৃহস্পতিবারই নাগরিকত্ব আইন নিয়ে গণভোট সংক্রান্ত মমতার মন্তব্য প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বৃহস্পতিবার ধর্মতলার সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'এ ব্যাপারে দেশজুড়ে গণভোট চাওয়া হোক। রাষ্ট্রসংঘের মতো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে তা সংগঠিত করা হোক সেই নির্বাচন।' তা নিয়ে তখনই একবার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। শুক্রবার ভোর হতেই সেই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করলেন রাজ্যপাল। টুইট করে রাজ্যপাল বলেন, 'নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় বাইরের হস্তক্ষেপ চেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেরকম অসাংবিধানিক পথে হাঁটছেন তা দেখে আমি গভীর

ছয়ের পাতায়

হিংসা এবং জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট করায় বিশ্বাসী নয় বিএসপি : মায়াবতী

লখনউ, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল উত্তর প্রদেশ রাজধানী লখনউউ লখনউ ছাড়াও সম্ভল-সহ প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। ভাঙচুর, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় সরকারি বাসেউ আক্রান্ত হয় থানা, লখনউতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় একজন যুবকের। তবে, এই ধরনের হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয় বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)উ শুক্রবার সকালে এমনই দাবি করেছেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী। বৃহস্পতিবারের হিংসার ঘটনায় শুক্রবার সকালে উদ্বেগ প্রকাশ করে মায়াবতী জানিয়েছেন, 'আমরা

ছয়ের পাতায়

শুক্রবার আগরতলায় অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চুলের যত্নে গোলাপজল কিভাবে ব্যবহার করবেন

সুন্দর চুল পেতে কত কিছুই না করে থাকেন আপনি। জেনে খুশি হবেন যে, গোলাপজল শুধু ত্বককেই সুস্থ রাখে না, এই উপাদানটি চুলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও বেশ কার্যকর। তাইচুলের যত্নে ব্যবহার করতে পারেন গোলাপজল। চুলপড়া রোধ করতে, খুশকি দর করতে চুল নরম ও মসৃণ করতে গোলাপজল খুবই উপকারি।

আসুনজেনে নেই চুলের যত্নে কীভাবে ব্যবহার করবেন গোলাপজল....

গোলাপজলও অ্যালোভেরার রস: — অ্যালোভেরার রসের সঙ্গে সমান পরিমাণ গোলাপজল মিশিয়ে মাথায় তালু ও চুলে ভালো করে লাগান। এবার এক ঘন্টা অপেক্ষা করুন। এরপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাক চুলের রুক্ষতা দূর করতে সাহায্য করে।

মধুও গোলাপজল: — আধা কাপ গোলাপজলের মধ্যে ২ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে প্যাক তৈরি করুন। এবার পুরো চুলে লাগিয়ে ৪০ মিনিট অপেক্ষা করুন।এরপর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।এইপ্যাক চুলে কন্ডিশনারের কাজ করবে।

গোলাপজল ও গ্রিন টি: গ্রিন টির সঙ্গে সমান পরিমাণে গোলাপজল মিশিয়ে প্যাক তৈরিকরুন। এবার চুলে শ্যাম্পু করার পর এইপ্যাকদিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এই প্যাক নতুন চুল গজাতে সাহায্য করবে।

লবণ ও গোলাপজল ঃ- এক টেবিল চামচলবণের মধ্যে কয়েক ফোঁটা গোলাপজল মিশিয়ে মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন। ১০ মিনিট পর জল দিয়ে ধুয়েফেলুন। এই প্যাক চুলপড়া রোধ করবে এবং খুশকি দূরকরবে।

গোলাপজল ও গ্লিসারিন ঃ --- এক চা চামচ গ্লিসারিনের সঙ্গে চার পাঁচ ফোটা গোলাপজল মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে নিন। চুল জল দিয়ে ধুয়ে এই প্যাক লাগান। ১০ মিনিট পর আবারও জলদিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাক চুল নরম ও মসৃণ করতে সাহায্য করে। অনেক কারণেই মানসিক চাপ হতে পারে। সারা দিনের কাজের চাপ, অফিসের ব্যস্ততা, ব্যক্তিগত সমস্যা কিংবা জীবনযাত্রার পরিবর্তনে কখনও মানসিক চাপ বাড়ে। শরীরচর্চা, মেডিটেশন, খাদ্যাভাষের পরিবর্তনের মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানোর অনেক চেষ্টাই আমরা করি দৈনন্দিন জীবনে। কিন্তু অনেকেরই হয়তো জানা নেই, কিছু কিছু গন্ধ আছে যেগুলি মানসিক চাপ কমাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

হাতের কাছেই এমন কিছু জিনিসের গন্ধ আছে যা আপনাকে সতেজ ও প্রাণবন্ত থাকতে সহায়তা করে। গবেষণায় জানা গেছে, বেশ কিছু প্রাকৃতিক বস্তুর গন্ধও আমাদের সজীব রাখে।

মনোবিজ্ঞানীরা জানান, গন্ধ মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ও থ্যালামাসকে উদ্দীপ্ত করে। সেই সঙ্গে ঝিমিয়ে যাওয়া স্নায়ুকে চাঙা রাখতে সাহায্য করে। এ কারণ মানসিক চাপ বেশি হলে প্রাকৃতিক এইজিনিসগুলোর মাধ্যমে চাপ কমানোর চেষ্টা করতে পারেন।

১) সাইট্রাস জাতীয় ফল কমলার মন ভাল রাখার প্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে। কমলার মৌসুমে ব্যাগে একটা কমলা রাখতে পারেন। মনের উপর চাপ পড়লে কে গন্ধ শুকুন। এছাড়া সারাবছর কমলার গন্ধযুক্ত কোন পারফিউমও ব্যবহার করতে পারেন। মনের চাপ কমতে সাহায্য করবে।

২) কাজের চাপ বেশি থাকলে একটা ভ্যানিলা আইসক্রিম খেতে পারেন। এর গন্ধ মন ভাল রাখে, স্নায়ুর উদ্বেগ কমায়। ভ্যানিলা ভাল না লাগলে স্ট্রবেরী খেতে পারেন। এটার গন্ধও মনকে প্রফুল্ল করে।

৩) জুঁই ফুলের গন্ধ মনের চাপ কমাতে সাহায্য করে। এটি শরীরের অস্থিরতা কমাতেও ভূমিকা রাখে। কিন্তু সবসময় এই ফুল পাওয়া নাও যেতে পারে। তাই এই ফুলের গন্ধযুক্ত পারফিউম ব্যবহা দ্দরকরতে পারেন মনকে সজীব রাখতে।

৪) দারুচিনির গন্ধও মনের চাপ কমায়। একটা কৌটায় দারুচিনি ভরে ব্যাগের মধ্যে রাখতে পারেন। মনের চাপ কমাতে এটি বেশি উপকারী।

ব্যথাকে ভুলেও অবহেলা করবে না!

আমাদের শরীরের নানা জায়গায় মাঝে মধ্যেই টুকটাক ব্যথা হয়। কখনও কম, কখনও বেশি এ সম ব্যথাকে আমরা অধিকাংশ সময়েই তেমন একটা গুরুত্ব দিতে চাই না। অথচ এ সব ব্যথাই হতে পারে অনেক বড় কোনও সমস্যার পাথমিক লক্ষণ যা ভবিষ্যতে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়তে পারে! তাই এ সব ব্যথাকে মোটেই অবহেলা করা উচিত নয়। তাইজেনে নেয়া উচিত, কোন কোন ধরনের ব্যথাকে ফেলে না রেখে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। জেনে নিন তেমন কিছু শারীরিক ব্যথা সম্পর্কে যেগুলো অবহেলা করা একেবারেই উচিত নয়।

আপনার দাঁত ব্যথার মাত্রা যদি এতোটাই বৃদ্ধি পায় যে, মাঝ রাতে গভীর ঘুমেও দাঁত ব্যথার কারণে ভেঙে যায়, তাহলে আপনা দ্রুত দাঁতের ডাক্তার দেখনো উচিত। দাঁতের ছিদ্রেরমাধ্যমে ইনপেকশন মাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণে এই ধরনের দাঁত ব্যথা হতে পারে আপনার।

* হঠাৎ করে যদি মাথায় অস্বাভাবিক যন্ত্রণা শুরু হয় এবং মাথার ব্যথায় দৃষ্টিশক্তি ঘোলাতে হতে শুরুকরে, তাহলে বিষয়টিকে অবহেলা করা একেবারেই উচিত হবে না। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, কোন আঘাত, টিউমার ইত্যাদির কারণে মাথায় এ ধরনের অস্বাভাবিক ব্যথা হতে পারে। তাই এই পরিস্থিতিতে জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনর পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান।

আপনার সমস্যা

অমার বয়স ২৭। ঢাকার সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করলাম এক বছর হলো।

২০০৯ সালের কথা, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে মনোজগত নামে একটি ম্যাগাজিন কিনে এনে পড়লাম এবং এতে থাকা একটি সমস্যার সঙ্গে আমি আমার একটু মিল খুঁজে পেলাম।' আমার খেয়াল আছে তখন আমি ভালো ছিলাম। সবার সঙ্গে হাসি খুশি দাওয়াত, পার্টি খেলাধুলা সব করতাম। শুধু সমস্যা ছিলো স্যারদের সঙ্গেকথা বলতে। পড়া বলতে গেলে হাত কাঁপতো বা ভয়ে ভুলে যেতাম।

ওই ম্যাগাজিনে কিছু ওষুধের বিবরণ ছিল, ট্রিপটিন, নেক্সিটাল, অ্যালজোলাম, সেট্রালাইন। এগুলো আমি মাঝে মাঝে খাওয়া শুরু করলাম, প্রথম প্রথম কোনো সমস্যা পাইনি। কিন্তু পরে দেখলাম ঘুম চলে গেছে, বিষন্নতা, চেহারা খারাপ হচ্ছে যাচ্ছে। আমি ধানমরিড মনোজগত সেন্টারে গেলাম। ডক্টর আমাকে অনেক ওষুধ দিলেন।

বি ৫০- ফোর্ট সেট্রা, ক্লোনাজিপাম, সেকলো এবং জিংকো বাইলুবা এগুলো খাওয়ার পর একটু ভালো থাকতাম কিন্তু ওজন কমে যেতো। পরে আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেই। তখন নিজ নিজে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম।

বর্তমান অবস্থা

আমি এখন কোনো ওষুধ খাই না। এখন সমস্যা হলো অমার মধ্যে ফোবিয়া কাজ করে। এগারোফোবিয়া ও হাইপারহাইড্রোসিস (মাথা ঘামাই) বিরাজমান। আবার রাতের বেলা বেলা হাসের ডিম খেলে ঘুম হয় না, ভোর ৫ টার দিকে জেগে যাই। আমি বাড়ির বাহিরে যাই না ঘামের ভয়ে। বিষন্নতা আমাকে সারাদিন ঘিরে রাখে। মনে আনন্দ কম থাকে। অল্পতে নার্ভাস হয়ে যাই। অপরিচিত কারও সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাড়াহুড়ো ও দ্রুত কথা বলি। আর মাথা ভিজে ঘামে এককার। মনের মধ্যে বল পাই না।

সমস্যা

১. যখন বাইরে যাই কিংবা বাড়িতে কাজ করি তখন মাথা ও বগল ঘেমে একাকার হয়ে যায়। আর অপরিচিত মানুষের সামনে গেলে ঘাম বেশি হয়, খাওয়ার সময় ঘামে অস্বস্তি লাগে।

২. নার্ভাসিনেস ও ঘামের ভয়ে বাজারে যাই না, মানুষকে এড়িয়ে চলি। অনেকদিন বাড়িতে থাকছি। আত্মহত্যার বিনদুমাত্র ভাব আসে না। বাড়িতে খুবই ভালো থাকি। কিন্তু কষ্ট দেয়। আম্মা আমাকে ভীতু বলে জানে। ভাবে আমার দ্বারা কিছু হবে না। কারণ আমাকে কোথাও যেতে বললে আমি না করে দেই। আর যদি যেতেই হবে তখন আমি হতাশ হই ও ঘামে মাথা ভিজে যায়।

এখন আমি কি করতে পারি? ঘাম ও এগারোফোবিয়া নিয়ে আমার জীবন শেষ।

আমাদের সমাধান

আপনার সমস্যাগুলি পড়লাম। বর্তমানে আপনি এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে বলবো, দেরি না করে পরিবারের সহায়তায় আপনি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞে র পরামর্শ নিন।

তা না হলে আপনার এই সমস্যা চলতেই থাকবে এবং একজন কর্মদক্ষ মানুষ হয়েও আপনি কর্মক্ষম হিসেবে দিন পার করবেন। এখন যেমন করছেন, সেটা হয়তো চলতেই থাকবে। কিন্তু আপনি যদি সঠিক চিকিৎসা নেন, তবে অবশ্যই এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপনি লিখেছেন, আপনি বর্তমানে ঘর থেকে প্রায় বেরই হন না। বের হতে ভয় লাগে, ঘামের ভয়ও আসে। কিন্তু আপনি যখন ঘরে থাকেন, তখন আপনার কোনো অসুবিধা হয় না। সেই সঙ্গে কখনও মৃত্যু চিন্তাও আসে না।

ঘুমের ওষুধ নয় পাতে রাখুন এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন বিকল্পগুলিকে

ঘুম নিয়ে অনেকেই বেশ সমস্যায় থাকেন। রাত হলে সময় মতো বিছানায় যানঠিকই কিন্তুঘুম আসে না কিছুতেই!ঘুমের জন্য অপেক্ষা করতে করতে রাতের প্রায় অর্ধেকটাই পার হয়ে যায় বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে। এমন সমস্যায় যাঁরা আছেন, তাঁরা অনেকেই ঘুমানোর জন্য ঘুমের ওষুধের সাহায্য নিয়ে থাকেন। কিন্তু ঘুমের ওষুধের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাহলে উপায়! কিছু সাধারণ খাবারও হতে পারে আপনার ঘুমের ওষুধের বিকল্প। এগুলো কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই তাই অনিদ্রার সমস্যার সমাধানের জন্য নির্ভয়ে এবং নির্বিঘ্নেই খেতে পারেন এই সব খারাপ।

জেনে নিন তেমনই কিছু খাবারের সম্পর্কে, যেগুলো হতে পারে আপনার ঘুমের ওষুধেরবিকল্প।

পাকা কলা: কলাখেলে রাতে ভাল ঘুম হয়। কলাকে ঘুমের ওষুধের বিকল্পও বলা যেতে পারে। কলায় আছে ম্যাগনেশিয়াম যা মাংসপেশীকে শিথিল করে। এছাড়াও কলা খেলে মেলাটোনিন ও সেরোটোনিন হরমান নির্গত হয়ে শরীরে ঘুমের আবেশ নিয়ে আসে। তাই যাঁদের ঘুম হয় না, তাঁরা রাতের খাবারের সঙ্গে কলা রাখতে পারেন।

খাবারের সঙ্গে মেজাজের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

খাবারের সঙ্গে মন মেজাজ বা মুড ওঠানামার কোনো সম্পর্ক আছে কি? কিছু খাবার আপনার মেজাজ বা রাগ, আবেগ বাড়িয়ে দিতে পারে। আবার কিছু খাবার আছে যা আপনাকে শান্ত করে। আসুন, দেখি এগুলো কী?

চিনিঃ যখন কোনো কারণে রক্তে শর্করা কমে যায়, মানে চিনির স্তর নিচের দিকে নেমে আসে, তখন আমাদের মেজাজ গরম হয়ে যেতে পারে। রাগ হতে পারে। আমরা খিটখিটে আচরর করতে পারি। খিদে লাগলে অনেক শিশু চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। অনেকে মারামারি করে। আবার আকস্মিক এক গাদা চিনিযুক্ত খাবার খেয়ে ফেললে সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে অনেকখানি ইনসুলিন উৎপন্ন হয়। এই চিনি শোষণ ও ব্যবহার হয়ে যায় সহজেই। কিন্তু ইনসুলিনের প্রভাবে খিদে অনুভূতি, মেজাজ খারাপ লাগা, আবেগ, ক্রোধ বেশি হওয়া চলতেই থাকে। এ জন্য শর্করা খেতে হবে এমন যা দ্রুত রক্তে চিনি বাড়ায় না। চিনিযুক্ত পানীয়, কোমল পানীয়, জুস, মিষ্টি খাবারেরপর অতিরিক্ত ইনসুলিন তৈরি হয় এবং পরে সমস্যা হয়। আবার শস্যজাতীয় খাবার থেকে শর্করা আহরণ করলে তা সহজে চিনি বাড়ায় না, ধীরে রক্তে মেশে ও ধীরে ইনসুলিন উৎপাদন করে। ওমেগা ৩: ওমেগা ৩ চর্বিযুক্ত খাবার মন মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে ও উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কের কিছু নিউরোট্রান্সমিট্যারের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এটি। ওমেগা ৩ আছে সামুদ্রিক মাছ, বাদাম ইত্যাদিতে। ভিটামিন ঃ ভিটামিন বি যুক্ত খাবার রক্তে সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়ায়। আর সেরোটোনিনের মাত্রা কমে গেলে বিষন্নতা বাডিপ্রেশনে পেয়ে বসে। তাই বলা হচ্ছে, বিষন্নতা কমাতে সাহায্য করতে পারে এই ভিটামিন বি।

প্রোবায়োটিক: কিছু খাবার অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করে ।এদের বলে প্রোবোয়োটিক। অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়া মস্তিষ্কে বিষন্নতা সৃস্টিকারী রাসায়নিককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। টক দই একটি ভালো প্রোবোয়োটিক।

পুত্র না কন্যা সন্তান চাই? নির্ধারণ করবে দম্পতি নিজেই!

ছেলে চাই না মেয়ে চাই সেটা নির্ধারণের একচ্ছত্র অধিপতি সৃস্টিকর্তা। পৃথিবীর শেষ সময়ে এসেও মানুষ স্রষ্টার এ ইচ্ছাতে নিজের কোনোরকম মতামতও দিতে পারেনি।

তবে গর্ভস্থ সন্তান ছেএল কি মেয়ে তা আল্টাসোনিক শব্দ তরঙ্গে মাধ্যমে জেনে নিতে পেরেছে মাত্র। কিন্তু যদি মা বাবা নিজেরাই নির্ধাণ করে নেন যে তাদের পুত্র না কন্যা সন্তান চাই তাহলে বিষয়টা কেমন হবে? তেমনটাইদাবি করছেন একদল ব্রিটিশ গবেষক। একেবারে নিশ্চিত হবার তেমন কোনো প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে না পারলেও ব্রিটিশ গবেষকগণ একটি প্রাকৃতিক কৌশল বাতলে দিয়েছেন তাদের প্রতিবেদনে।

ভ্রুন বিজ্ঞান বলে, এক্স ক্রোমোজোম বিশিষ্ট শুক্রাণু দ্বারাডিম্ব নিষিক্ত হবার কারণে সন্তান মেয়ে হয় আর ওয়াই ক্রোমোজোর কারণে ডিম্প নিষিক্ত হলে সন্তান ছেলে হয়। প্রতিবেদনটি মূলত এই বিষয়টাকেই সামনে রেখে স্বামী স্ত্রী শারীরিক মিলনের সময়ের ওপরে নির্ভর করেছে।'

বিজ্ঞানীরা বলেন, মৃতদেহে ওভিউলেশন বা ডিম্পপাত প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে ও পিতৃদেহের স্পার্ম বা শুক্রাণু কীভাবে একে প্রভাবিত করে সেটাই ঠিক করে দিবে আগত সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে হবে।

সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের গবেষণালম ফলাফল হচ্ছে প্রতি মসে পাঁচ দিনের একটি সময়সীমায় মাতৃ দেহের ডিম্বাপাত ঘটে। এ ডিম্বপাতের তিন দিন আগে থেকে শুরু করে একদিন পর পর্যন্ত কার্যকরী থাকতে পারে। এভাবে জেনে নেয়া যেতে পারে নারীর গর্ভধারণের সম্ভাব্য সময়। এবার প্রয়োজন শুধু এ সময়ের মাতৃ দেহের এক্স ক্রোমোজোমটি পুরুষ দেহের ইয়াই দ্বারা নিষিদ্ধ হবে নাকি এক্স ক্রোমোজোম দ্বারা সেটি নিয়ন্ত্রণ করা।

বিজ্ঞান বলে, ইয়াই শুক্রাণু তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট , কিন্তু বেশ দ্রুতগামী। তারা খুব বেশিক্ষণ জীবিত থাকে না। এদিকে এক্স শুক্রাণু বেশ বড় এবং ধীরগতির , কিন্তু তারা ওয়াই এর তুলনায় দীর্ঘজীবি। এবার সন্তান হিসেবে ছেলে চাইলে ওয়াই যাতে খুব দ্রুত ডিম্বের কাছাকাছি যেতে পারে এর জন্য মাতৃ দেহের যেদিন ডিম্বপাত হচ্ছে সেদিনেই মিলিত হওয়াটা জরুরি। না হলে শুক্রানুটি আর তেমন কার্যকরী থাকবে না।

আবার দম্পত্তি যদি কন্যা সন্তান চান তবে ডিম্বপাতের দুই থেকে তিন দিন আগে মিলিত হতে হবে। এতেডিম্বপাত হবার আগেই সব ওয়াই শুক্রাণু মারা যাবে, ফলে সন্তান ছেলে হবার সম্ভাবনা কমে যাবে অনেকটাই।

বেঁচে থাকবে শুধু মাত্র এক্স শুক্রাণুগুলি। ফলে কন্যা সন্তান হবার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়ে যাবে।

তবে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মতে, এটা শুধুই একটা চালাকি মাত্র।

এটা কোনো আবিষ্কার নয়। তারা আরও বলেন, প্রতিবেদনটি কোনোভাবেই ইচ্ছাধীনভাবে কন্যা বা পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্যে নয়। এটি একটি গবেষণালব্ধ তত্ব।

চুল ও ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে পারে চা-কফি!

হয়তো আমরা অনেকেইখেয়াল করে দেখিনি যে, যে সমস্ত প্রসাধনী দ্রব্য ডার্ক সার্কল রিমুভ করতে ব্যবহার করা হয়, সেই সমস্ত দ্রব্যে কফি থাকে। কফি শুধু আমাদের চোখেরনিচের কালি দর করতেই সাহায্য করে না, চোখের নিচে রক্ত জমাট বাধতেও দেয় না। এ তো গেল চোখের কথা। ত্বককে সুস্থ, সুন্দর, টানটান রাখতেও কফি সাহায্য করে। কফি ত্বকে বয়সের ছাপ পড়তে দেয় না।কফিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের উপাদান রয়েছে। যা চুলকে ড্যামেজ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এবং চুলের ভাঙল রোধ করে। এর পাশাপাশি চুলের বৃদ্ধিও ঘটায় কফি। হেয়ার প্যাকেও কফি ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন বিউটিপার্লারেও হেনা কিংবা অন্যান্য প্রোডাক্টের সঙ্গে কফি ব্যবহার করা হয়। চুলে কফি ব্যবহার করলে চুলের জেল্লা বাড়ে।

গ্রিন টি আমাদের শরীরের অতিরিক্ত ওজন কমানোর পাশাপাশি ত্বককে ড্যামেজের হাত থেকে রক্ষা করে। চা আমাদের ত্বকের মরা কোষগুলিকে পুরুজ্জীবিত করা, ত্বকে সুর্যের অতিবেগুণী রশ্মির হাত থেকে রক্ষা, ত্বকের জেল্লা বাড়াতে সাহায্য করে। স্কিন টোনারহিসেবেও চা ব্যবহার করা হয়। ফেস মাক্স হিসেবে যদি যদি চা ব্যবহার করেন, তাহলে তা আপনার ত্বকের অবাঞ্ছিত টক্সিন দুর করতে সাহায্য করে।চুলের জেল্লা বাড়াতে সাহায্য করে চা। হেনা করার সময়ে আমরা প্যাকে চা ব্যবহার করি। গ্রিনটি খুশকি দুর করতে সাহায্য করে।

চা এ ভিটামিন সি, ভিটামিন ই এবং প্যান্থেনল রয়েছে। যা চুলের বৃদ্ধি এবং চুলকে আরও মোলায়েম করতে সাহায্য করে। এজন্য কিছুটা জলে চা পাতা ফোটান। তারপর সেটাকে ঠান্ডা করুন এবং চা এরপাতা ছেঁকে নিন। এবার সেই জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মেশান। শ্যাম্পুর পরে চুলে ব্যবহার করুন।

নারীর সুরক্ষায় জ্যাকেট

যৌন হামলা থেকে নারীদের রক্ষা করতে মেক্সিকোর চার শিক্ষার্থী মিলে একটি জ্যাকেট উদ্ভাবন করেছেন। বলা হচ্ছে, এই জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় থাকলে কেউ যখন তার ওপর হামলা চালাতে আসবে তখন জ্যাকেটের হাতা থেকে হামলাকারীর গায়ে বৈদ্যুতিক শক লাগবে। শিক্ষার্থীরা বলছেন, তারা যে শহরে আছেন, সেখানে ধর্ষণের মতো যৌন হামলার ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণে এরকম একটি জ্যাকেট তৈরি করতে উৎসাহিত হয়েছেন।তারা বলেছেন, এই বৈদ্যুতিক শকের তীব্রতা এতোটাই কম যে এর ফলে জ্যাকেটটিকে কোন ধরনের অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তবে এর মাধ্যমে যে কোন ধরনের যৌন হামলা ঠেকানো সম্ভব হবে। পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি এই জ্যাকেটের নাম দেয়া হয়েছেন ওমেন ওয়েরাবেল। প্রকৌশল, আইন ও রোবটিক্স বিভাগের চারজন শিক্ষার্থী মিলে এই জামাটি তৈরি করেছেন।তারা সবাই পুয়েবলা শহরে মন্টেরি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড হায়ার এড়ুকেশনে পড়াশোনা করেন। নতুন নতুনপণ্যের বাজ্যি নিয়ে ক্লাসে পরীক্ষামূলক কাজের অংশ হিসেবেই তারা এটি উদ্ভাবন করেছেন।শিক্ষার্থীদের একজনপারা কুইরোজ বলেন, আমাদের অনেক বান্ধবী ও পরিচিতদের কাছে শুনেছি যে, তাদের ওপর নানা ধরনের যৌন হামলা চালানো হয়েছে। এধরনের সহিংসতার ওপর কিছু গবেষণার পর আমরা এই জ্যাকেটের ধরণাটি নিয়ে এসেচি। সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, পুয়েবলা শহরে প্রতিদিন প্রায় তিটি করে যৌন হামলার ঘটনা ঘটছে।শিক্ষার্থীরা প্রথমে সুতার তৈরি একটি ট্র্যাক সুটকিনে আনেন। তারপর তার লাইনিং এর ভেতরে ৯ ভোল্টের একটি ব্যাটারি, একটি ট্রান্সফরমার এবং কিছু তার ঢুকিয়ে দেন। এগুলো এমনভাবে পেঁচানো অবস্থায় থাকে যে যিনি এই জ্যাকেট পরবেন তার গায়ে বিদ্যুতের শক লাগবে না। বিদ্যুৎ চালু ও বন্ধ করার জন্য সেখানে একটি সুইচ বা বোতাম লাগানো আছে।

ধারণার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর ই সিগারেট

বর্তমান বিশ্বে ধূমপানের একটি জনপ্রিয় বিকল্প ই সিগারেট। ধূমপান ছাড়তে ইচ্ছুক এমন অনেকেই 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে' এই ই সিগারেটের শরণাপন্ন হন। এই বস্তু সিগারেটের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখতে সহায়ক বলেই মনে করেন অনেকে। কিন্তু পূর্ববর্তী ধারণার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিকর ই সিগারেট, নতুন একটি গবেষণা জানাচ্ছে এমন তথ্য।গবেষণায় দেখা যায়, ভ্যাপিং বা ই সিগারেট ব্যবহারের ফলে ফুসফুসর রোগপ্রতিরোধকারী কোষ অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং প্রদাহের মাত্রা বড়িয়ে দেয়। গবেষণাটি পরিচালনা করেন বার্মিং হাম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ডেভিড থিকেট, আর তা প্রকাশ করে 'থোরাক্স' জার্নাল। এর আগে ই সিগারেট নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে, সেগুলো ছিল এর মধ্যকার তরল রাসায়নিক মিশ্রণটি নিয়ে। এবারের গবেষণায় ৮ জন অধুমপায়ীর ফুসফুসের টিস্যুর নমুনাতে অনুমাননির্ভর পরীক্ষা চালানো হয়। দেখা যায়, ভ্যাপিঙের ফলে বা ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর ধূলিকণা, ব্যাকটেরিয়া ও অ্যালার্জি প্রতিরোধকারী কোষের কার্যকলাপ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রদাহের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। গবেষকরা বলেন, নিয়মিত স্মোকার ও দীর্ঘকালস্থায়ী ফুসফুসের রোগে আক্রান ব্যক্তিদেরও একইরকম লক্ষণ দেখা দেয়। গত ফেব্রুয়ারিতে 'পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ডে' প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়, প্রচলিত সিগারেটের তুলনায় ই সিগারেটঅনেক নিরাপদ এবং সবার জন্য সহজলভ্য করা উচিত।এদিকে প্রফেসর থিকেট বলেন, ই সিগারেট প্রচলিত সিগারের তুলনায় নিরাপদ হলেও এর ক্ষতিকর দিক ব্যাপক।

মেয়েদের নিয়ে শুরু হচ্ছে রোবটিক্স প্রোগ্রাম

তথ্য প্রযুক্তিতে সারা বিশ্বে নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা বাস্তবায়নের জন্য দেশে ১০ থেকে ২৫ বছরের মেয়েদের নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী একটি টেক লিডারশীপ প্রোগ্রামের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ অ্যাডভান্স রবোটিক্স এবং ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্প। আগামী ১২ মে রাজধানী ঢাকার ধানমণ্ডি ২৭ নম্বর রোডের ইএমকে সেন্টার এবং ই এমকে মেকারল্যাবের সহযোগিতায় তারা এই অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বল শুরু করতে যাচ্ছে। প্রথমদিকে একটি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেন কর্তৃপক্ষ। প্রাথমিকভাবেইমাত্র কয়েক দিনে রেজিস্ট্রেশন করে ১৮০ জন তরুণী।

সেখানে দেশের বিভিন্ন সরকারী স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পাশাপাশি নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেধাবী ছাত্রীরাও নিবন্ধন করেছে অংশগ্রহণ করার জন্য।

কিন্তু সীমিত আসনের কারণেই বাছাই পর্বের মাধ্যমে ৭০ জনকে নির্বাচন করা হবে।

এই অংশগ্রহণকারী তরুণীদের নিয়ে সংগঠন দুইটি ফিমেল রোবটেক লিডারশীপ নামক একটি বিশেষ সেমিনার আয়োজন করতে যাচ্ছে।

এই সেমিনারের পরে কিছু নির্বাচিত সদস্যকে বিনামূল্যে বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের দক্ষ গবেষক, প্রশিক্ষক এবং মেন্টর দ্বারা রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স প্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স করার সুযোগ করে দেবেন।

এছাড়া ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের উদ্যোগে রোবোটিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তির নানান খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার উপযুক্ত সুযোগ পাবেন এবং সদস্যরা বিনামূল্যে ক্যাম্পাস টেক অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ পাবেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান ড. শফিকুল ইসলাম এবং প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংসদ সদস্য হোসনে আরা বাবলী, ইউএসএআইডি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যকলাপ প্রকল্পের পার্টি প্রধান বিদ্যুৎ মহলদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. লাফিফা জামালসহ সরকারি এবসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তারা। সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকবেন তরুণ প্রযুক্তিবিদ ভিশন ২০২০ সাউথ এশিয়ান প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের অ্যাডভান্স রোবটিক্সের প্রতিষ্ঠাতা জিমি মজুমদার এবন ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারীবাংলাদেশী প্রথম তরুণ আবদুল্লাহ হিল কাফি, অ্যাডভান্স রোবোটিক্সের মহাকাশ ও রোবটিক্স বিষয়ক উপদেষ্টা এবং প্রথম তরুণী রায়হানা শামস ইসলাম অন্তরা, ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখবেন অ্যাডভান্স রোবটিক্সে সিকিউরিটি সিস্টেম বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ মজুমদার এবং আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে লাইভে যুক্ত হবেন অথবা বার্তা দিবেন প্রধান উপদেষ্টা ফারহান ফেরদৌস (জাপান), তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা টমাস রায় (জাপান) এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবং টেলিকমিউনিকেশন এবং ফিমেল টেক লিডার বিষয়ক উপদেষ্টা তাহসিন সামিরা দেলোয়াড়সহ বিভিন্ন সেক্টরে স্বনামধন্য গবেষক, প্রযুক্তিবিদ এবং উদ্যোগতারা। এই উদ্যোগের ব্যাপারে জিমি মজুমদার বলেন, আগামীদিনের পৃথিবী রোবটিকস এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর।

তাই নারী পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ না করলে কোন দেশ এই গ্লোবাল চ্যালেঞ্জে নিজের অস্তিত্ব সমানভাবে রক্ষা করতে পারবে না।

প্রযুক্তিতে নারীরা সর্বদাই পিছিয়ে আছে তাই আমরাই প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশর স্বপ্ন পূরণের জন্য মেয়েদের নিয়ে রোবটিক্স এবং অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে এই নূতনধর্মীয় যুগপযোগী এইলিডারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছি।

বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৬৪ জন মেয়েকে আমরা দক্ষ টেক লিডার হিসাবে গড়ে তুলতে চাই যারা তাদের নিজ নিজ এলাকায় শতশত টেক মেম্বারকে প্রশিক্ষিত করবে এবং উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। ভবিষ্যতে এই টেক লিডার এবং টেক মেম্বাররাই অ্যাডভান্স তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে এবং নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে নিয়ে আসবে বলে তারা আশাবাদী।

এই ধরনের প্রোগ্রাম তারা সারা বিশ্বে চালু করতে চায় এবং জাতিসংঘের টেঁকসই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন তারা।

শুক্রবার আগরতলায় বিজেপির নবনিযুক্ত আর্বান ও রুরাল সভাপতিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

অগ্নিকণ্যা হিসাবেই চারদিকে আগুন লাগাচ্ছেন, মমতাকে তোপ বাবুলের

দুর্গাপুর, ২০ ডিসেম্বর(হি.স.): ”প্রথম ৩-৪ দিন কোন আন্দোলন হয়নি। গুন্ডামি, দাঙ্গা হয়েছে। ষ্টেশন, ট্রেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। উনিতো আইন করেছেন। তারপরও কেউ গ্রেফতার হল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অগ্নিকণ্যা বলা হত। স্বাভাবিক অগ্নিকণ্যা হিসাবেই চারদিকে আগুন লাগাচ্ছেন।” শুক্রবার অন্ডালের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এমন ভাষায় তোপ দাগলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। পাশাপাশি এদিন আসানসোলে পুলিশের আবেদন সাড়া দিয়ে প্রটোকলের বাধাবাধ্যকতার কারনে নাগরিক অভিনন্দন মিছিলে যোগ দেবেন না বলে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হয়েছে। আর তার জেরে শুক্রবার আসানসোলে নাগরিক অভিনন্দন মিছিলের আয়োজন করে বিজেপি। মিছিলে বাবুল সুপ্রিয় ছাড়াও বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সাংসদ আলুওয়ালিয়ার যোগদানের কথা ছিল। অন্যদিকে জানা গেছে একই দিনের আরও একটি সংগঠনের মিছিলের কর্মসূচী নিয়েছিল। এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঠেকাতে দুটি মিছিলকে নিষেধাজ্ঞা করে পুলিশ। মিছিল করা থেকে বিরত থাকার আবেদনে বিজেপির আসানসোল জেলা সাধারন সম্পাদককে লিখিতভাবে আবেদন করে পুলিশ। পুলিশের ওই চিঠি পাওয়ার পর এদিন দুপুরে অন্ডালে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। সেখানে স্পষ্ট জানান,’ পুলিশ যে কারন দেখিয়েছে এবং মন্ত্রীর প্রটোকলের কারনে ওই মিছিলে থাকছি না। মিছিল হবে কিনা, সেটা দলের রাজ্য সভাপতি দেখছেন।’ এদিন নাগরিক সংশোধনী বিল পাশ হওয়ার পর রাজ্যে অশান্তি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমন করেন বাবুল সুপ্রিয়। এদিন তিনি বলেন,’ ২০০৫ সালে ক্যাব পাশ করার জন্য মমতা ব্যানার্জী সংসদে সরব হয়েছিলেন। এখন ”ইউ টার্ন” নিচ্ছেন কেন?” বাবুল সুপ্রিয় আরও বলেন,’ ৩৭০ ধারা বিলোপ, এনআরসি, ক্যাব সবই বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে ছিল। তাই সিএএ করা হয়েছে। ও এনআরসি করা হবে।’ তিনি বলেন,’ বিল পাশ হওয়ার প্রথম ৩-৪ দিন আন্দোলন হয়নি। গুন্ডামি, দাঙ্গা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি যদি পোশাক দেখে মাওবাদী চিনতে পারেন। তাহলে প্রধানমন্ত্রী সত্যি কথায় বলেছেন। কারা গুন্ডামি, দাঙ্গা করেছে, পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছে।’ এদিন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন,’ মমতা ব্যানার্জীকে অগ্নিকণ্যা বলা হত। স্বাভাবিকই অগ্নিকণ্যা হিসাবে চারদিকে আগুন লাগাচ্ছেন। উনি আইন করেছেন। অথচ ষ্টেশন, ট্রেন জ্বালানো হল কেউ গ্রেফতার হল না। আসলে ওই দুস্কৃতীরা ওনার ভোটব্যাঙ্ক। গ্রেফতার হলেই ভোটব্যাঙ্ক ভাঙবে তাই গ্রেফতার হয়নি।’

এদিন তিনি কড়া বার্তা দিয়ে আরও বলেন,’ উনি মঞ্চে কাগজ নিয়ে শপথ নেওয়াচ্ছেন সিএএ, এনআরসি হতে দেবেন না। একজন সংবিধানে শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী কখনই এধরনের প্রতিবাদের কার্যকলাপ করতে পারেন না। নাগরিকত্ব দেওয়ার অধিকার শুধু কেন্দ্রের। তাই সিএএ হবে। এনআরসিও হবে। দুস্কৃতীদের নিয়ে যে আগুন জ্বালাচ্ছেন সেটা করতে দেব না। উনি যাদের নিয়ে আগুন লাগাতে চাইছেন, তাদের দেশে থাকার কোন অধিকার নেই।’ বাবুল সুপ্রিয় আরও বলেন, ’ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহায়তায় গনভোটের দাবী করেছেন মমতা ব্যানার্জি। ১৯৮০ সালে একই রকমভাবে ঘিসিং বলেছিলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলেছিলেন। সেই একই মাপকাঠিতে মমতা ব্যানার্জীকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলব না কেন?’ বাবুল সুপ্রিয়ের মন্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন, ’মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোঝার মত পান্ডিত্ব বাবুল সুপ্রিয়র নেই। উনি গানবাজনা জগতের মানুষ। গানবাজনা নিয়ে থাকা উচিত।

স্বজাতির সঙ্গে কখনও প্রতারণা করব না, জাতি-মাটি-ভিটের অধিকার রক্ষায় সিএএ, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ

গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : জাতির সঙ্গে কখনও প্রতারণা করতে পারেন না। কেননা, তিনিও এই সমাজের, অসমিয়া। স্বজাতির সঙ্গে প্রতারণা করা মানে পাপের বোঝা বহন করা, তাই জাতির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবনায় আনতে পারেন না। বরং জাতি তথা অসমিয়াদের সুরক্ষিত রাখতে, জাতি-মাটি-ভিটের অধিকার রক্ষায় তাঁর সরকার বদ্ধপরিকর। বক্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টায় ব্রহ্মপুত্র রাজ্য অতিথিশালায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে চলমান গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের অবস্থানের তথ্য দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর আইনি ও প্রেস উপদেষ্টা যথাক্রমে শান্তনু ভরালি এবং হৃষিকেশ গোস্বামীকে দু পাশে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাকে বিশ্বাস করুন। জাতির সঙ্গে কখনও আমি প্রতারণা করছি না। আমি আপনাদেরই একজন। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি সর্বদা আপনাদের সঙ্গে আছি এবং ভবিষ্যতে থাকব।’ সর্বানন্দ বলেন, ‘অসমিয়া ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সব কিছুই নিরাপদ থাকবে। আমাকে আপানাদের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেবেন না। এই অসম চিরকাল অসমিয়াদেরই থাকবে। অশুভ চক্রের হাতে যাতে অসম চলে না যায়, সে-জন্য এই সরকার অসমিয়াদের সুরক্ষিত রাখতে কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামীতেও করবে। কেননা, জনতার কল্যাণে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমরা। অন্যের জন্য কাজ করব না, তা নিশ্চিত। গত তিন বছরে এখন পর্যন্ত আমার সরকার যতটা পদক্ষেপ নিয়েছে, সে-সকল অসমের খিলঞ্জিয়া ভূমিপুত্রদের উন্নয়নের জন্যই।’ এরই খেই ধরে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সর্বস্তরের জনতাকে সরকারের কাজকর্মের প্রতি নিঃসন্দেহে স্বাগত জানাতে এবং প্রেরণা যোগাতে আহ্বান জানান। বলেন, ‘আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে অসমকে ভারতবর্ষের বুকে সবচেয়ে মজবুত রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি।’

রাজ্যের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আগেও আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, এখনও আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব। জনতার স্বার্থে যদি কাজই করতে না পারি, তা-হলে কীসের জন্য, কার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি? খিলঞ্জিয়া ভূমিপুত্রদের জন্যই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি, এবং মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব আপনারাই আমাকে দিয়েছেন।’ মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বলেন, ‘অসমিয়া সমাজ যতটুকু স্নেহ, মমতা, আশীর্বাদ আমাকে দিয়েছে, তা আমি কখনও ভুলব না। আপনারাই স্নেহ-মমতা দিয়ে আমাকে শৈশব থেকে লালন-পালন করে আজকের সর্বানন্দ বানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছেন। সে-কথা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি, তা ভুলতে পারি না। এ-কথা ভুলে গেলে পাপ আমাকে ছাড়বে না। সময় কখনও আমাকে ক্ষমা করবে না। এ-সব সাধারণ কথা নয়।’

প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে জানান, অসমিয়াই অসমের রাজ্যভাষা। তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বলেন, ‘আজ আমরা সকলে একটি কথা উপলব্ধি করছি, অসমের জনসাধারণ চান অসমে অসমিয়া ভাষা রাজ্যভাষা হিসেবে প্রচলিত হোক। সে অনুযায়ী অসমিয়া ভাষাই রাজ্যভাষা হিসেবে সদা থাকবে।’

এর পরই সিএএ প্রসঙ্গে চলমান ‘গণতান্ত্রিক আন্দোলন’ সম্পর্কে মুখ খুলেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘যে সকল মানুষ ফুলের মতো ছাত্রদের ভুল তথ্য দিয়ে, উস্কানি দিয়ে হিংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িত করিয়েছে তারা ঘোর অপরাধী। এরা কখনও অসমের শুভাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলন আমি সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করি। কিন্তু আন্দোলনের নামে এরা যা করছে তা মোটও সমর্থনযোগ্য নয়। এরা চায় অসম ধ্বংস হয়ে যাক। অসম উন্নয়নের শিখরে উঠুক তা চায় না এরা। এরা অশুভ শক্তি, অসম তথা শান্তিপ্রিয় রাজ্যের শত্রু। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে অহিংস এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আসু (সারা অসম ছাত্র সংস্থা), অসম জাতীয়তাবাদী যুব-ছাত্র পরিষদ, অসম সাহিত্য সভা, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীসমাজ যে অহিংস আন্দোলন করছে তার প্রতি বিশ্বাস আছে। গণতন্ত্রে সকলের অহিংস আন্দোলন করার আধিকার আছে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

অপপ্রচার করে একাংশ মানুষ সাধারণ জনতার মনে ভয়ভীতি ছড়িয়েছে বলে অভিযোগ

ছয়ের পাতায়

পার্ক সার্কাস ময়দানের সভামঞ্চ থেকে শায়েরি শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,২০ ডিসেম্বর (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে সোমবার থেকেই মিছিলে সামিল হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। শুক্রবারও মিছিলে করে পার্ক সার্কাস ময়দানের সভামঞ্চ থেকে সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে শায়েরি শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী শায়েরি শোনালেন, ‘তুম তো কবর সে ডরতে হো, মগর কফন মেরা ইন্তেজার করতা হ্যায়’উএরপর সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ‘আমরা সবাই এক। একসঙ্গে নমস্কার করব, একসঙ্গে সেলামও করব। একসঙ্গেই লড়ব, একসঙ্গেই জিতব। আমায় বাংলা থেকে হটাবে বলে। তোমাদেরই দেশ থেকে হটানো হবে। অটলজি বলেছিলেন রাজধর্ম পালন করো। যে রাজধর্ম পালন করতে ব্যর্থ, সে আজ দেশে বসে আছে’।

হাফলং বাজারে সিন্ডিকেটরাজ কঠোর অবস্থান উ.কা.পা স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলালের

হাফলং (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাফলং বাজারে চলমান সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে এবার কঠোর অবস্থান নিয়েছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা। শুক্রবার হাফলং বাজারে মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন সিইএম। তিনি বলেন, হাফলং বাজারে যেভাবে সিন্ডিকেটরাজ কায়েম হয়েছে সত্বর তা বন্ধ করতে হবে। সিন্ডিকেটরাজের জন্য হাফলং বাজারে অত্যাবশক সামগ্রীর মূল্য অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শাক-সবজি থেকে শুরু করে মাছ, মাংস, ডিম, পান, সুপারি, অন্যান্য ফলমূল, সব ক্ষেত্রেই হাফলঙে চলছে সিন্ডিকেট। আর এতে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ মানুষের।

এ-ধরনের অভিযোগ পেয়ে আজ হাফলং বাজারে মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক বৈঠকে সিন্ডিকেটবাজদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন সিইএম দেবোলাল গারলোসা। তাঁদের তিনি বলেন, কিছু বহিরাগত অসাধু ব্যবসায়ী স্থানীয় মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই সিন্ডিকেটরাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা এই সিন্ডিকেটরাজে জড়িত এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে বৈঠকে তাঁর কড়া অবস্থানের কথা জানিয়ে দেন সিইএম।

এদিন তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের আরও বলেন, আপনারা নিজেই বিভিন্ন অত্যবশক সামগ্রী-সহ অন্য সামগ্রী নিয়ে এসে ব্যবসা চালান। আর যদি জোর করে কেউ সিন্ডিকেট চালাতে চেষ্টা করে তা-হলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিন। আমি ব্যবস্থা নেব। কিন্তু কোনও অবস্থায় সিন্ডিকেটবাজদের প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। দেবোলাল ব্যবসায়ীদের বলেন, এক সপ্তাহের মধ্যে বাজারে অত্যাবশক সামগ্রীর দাম ঠিক করতে হবে। এক সপ্তাহ পর তিনি আবার বাজারে এসে জিনিসপত্রের দাম পর্যবেক্ষণ করবেন বলে বৈঠকে ব্যবসায়ীদের জানিয়ে দেন। এদিন সিইএম দেবোলাল গারলোসা বলেন, ডিমাসা ও বাঙালিদের মধ্যে জল ও মাছের সম্পর্ক রয়েছে। বলেন, মাইবাঙে তিনি যেভাবে বাঙালিদের জন্য কমিইউনিটি হল তৈরি করে দিয়েছেন ঠিক সেভাবে হাফলঙেও বাঙালিদের জন্য কমিইউনিটি হল তৈরি করা হবে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন থেকে বহিরাগত কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে মিলে সিন্ডিকেটরাজ কায়েম করেছে হাফলঙে। যার দরুন বাজারে অত্যাবশক সামগ্রীর মূল্য আকাশছোঁয়া। এমন অভিযোগ সিইএম দেবোলাল গারলোসার কাছে পৌঁছার পরই তিনি সিন্ডিকেটরাজ বন্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন।

জাতীয় পুরস্কার অনুষ্ঠানে থাকছেন না রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স) : এবছর জাতীয় পুরস্কার অনুষ্ঠানে থাকছেন না রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। আগামী ২৩ ডিসেম্বর দিল্লিতে ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। সেই অনুষ্ঠানে এবছর রাষ্ট্রপতির বদলে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন উপ রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। সূত্রের খবর, সাত মাস পরে আগামী ২৩ ডিসেম্বর জাতীয় পুরস্কার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে নিউ দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে।

কিন্তু এই বছরের ওই অনুষ্ঠানে থাকবেন না রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। উল্লেখ্য,গত বছরের অনুষ্ঠানে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। মাত্র ১১ জনকে নিজের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন তিনি। অন্যান্য বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে সেদিন অনুষ্ঠান বয়কট করেছিলেন ৬০ জন পুরস্কার প্রাপক। অভিযোগ,সেবারে বিজয়ী শিল্পী ও কলা-কুশলীদের আমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেবেন। কিন্তু যে সব শিল্পী রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার পাননি, তাদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এবং অনুষ্ঠান বয়কট করেছিলেন। সেই বিতর্কের জেরেই এবার আর জাতীয় পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন না রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তার বদলে পুরস্কৃত করবেন বেঙ্কাইয়া নাইডু।

মহাকাশ থেকে আমাজন বন পর্যবেক্ষণের জন্য সিবিইআরএস ৪-এ’ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করল চিন ও ব্রাজিল

বেজিং, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : মহাকাশ থেকে আমাজন বন পর্যবেক্ষণের জন্য স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করল চিন ও ব্রাজিল। শুক্রবার উৎক্ষেপণ করা ‘চিন-ব্রাজিল আর্থ রিসোর্স স্যাটেলাইট (সিবিইআরএস) ৪-এ’ স্যাটেলাইট আমাজন বন ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণে ব্রাজিল সরকারকে সাহায্য করবে।

খবরে বলা হয়,পৃথিবী পর্যবেক্ষণে চিন ও ব্রাজিল যৌথ উদ্যোগে ‘চিন-ব্রাজিল আর্থ রিসোর্স স্যাটেলাইট (সিবিইআরএস) ৪-এ’ স্যাটেলাইট নির্মাণ করেছে। শুক্রবার এ স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। এদিন চিনের উত্তরাঞ্চলীয় শানজি প্রদেশে একটি লং মার্চ ৪-বি রকেটে করে সিবিইআরএস ৪-এ’ উৎক্ষেপণ করা হয়। ১৯৮৮ সালে গঠিত চিন-ব্রাজিল আর্থ রিসোর্স স্যাটেলাইটের (সিবিইআরএস) তৈরি ষষ্ঠ স্যাটেলাইট এটি। বেসামরিক কাজে শুধু পৃথিবী পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করার উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়েছে এ স্যাটেলাইট।

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা- এ পাঁচটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত ‘ব্রিকস’ এর একটি চুক্তি অনুযায়ী, পৃথিবী পর্যবেক্ষণে এক ঝাঁক স্যাটেলাইট তৈরি করা হবে। এসব স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত পাঁচটি দেশই পাবে। ২০১৮ সালে চিনের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা জানায়,এ ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ এক বা একাধিক স্যাটেলাইট দেবে। এ পাঁচটি দেশের মধ্যে এখন পর্যন্ত শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার নিজস্ব কোনও স্যাটেলাইট নেই।

আর্থিক প্রতারণা মামলায় পর্ণশ্রী থানায় জেরা করা হল মুকুল রায়কে

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স): রেলের কমিটির সদস্যপদ পাইয়ে দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণা মামলায় সিটের তলব পেয়ে পর্ণশ্রী থানায় পৌঁছলেন মুকুল রায়। শুক্রবার কলকাতা পুলিশের দক্ষিন-পশ্চিম তল্লাটের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নবকুমার গুপ্তার সঙ্গে দেখা করেন তিনি। দুই অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নবকুমার গুপ্তা।

রেলের সদস্য পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার দায়ে এদিন ফের তাঁকে তলব করা হয়। এরআগেও তিনবার পুলিশ তলব করে তাঁকে। কিন্তু সেই তলবকে কার্যত অগ্রাহ্য করেন তিনি। তাঁর কাছে হাইকোর্টের রক্ষাকবচ থাকায় গোটা বিষয়টিকে এড়িয়ে যান বিজেপি নেতা মুকুল রায়। রেলের স্থায়ী কমিটির সদস্য করার নাম করে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৎকালীন রেলমন্ত্রী তথা বর্তমান বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, রেলের স্থায়ী কমিটির সদস্য পদ পাইয়ে দেবে বলে দফায় দফায় ৭০ লক্ষ টাকা ঘুষ নেন মুকুল রায় এবং তাঁর এই কাজে সাহায্য করে দক্ষিণ কলকাতার শকুন্তলা পার্কের বাসিন্দা বিজেপি নেতা বাবান ঘোষ। অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় বাসিন্দা সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে বাড়ি থেকে তুলে আনা হয় বাবান ঘোষকে। রাতভর জেরার পর সকাল সাড়ে ৯ টার পর গ্রেফতার করা হয় তাঁকে।

বেহালার শকুন্তলা পার্কের বাসিন্দা বাবান ঘোষ একদা তৃণমূলের নেতা ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি দল পরিবর্তন করে বিজেপি জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি হন। পাশপাশি টলিউডের বিজেপি সংগঠনের সভাপতিও তিনি। বাবান ঘোষ ও মুকুল রায় দু’জনের বিরুদ্ধেই ভারতীয় দন্ডবিধির ৪২০ অর্থাৎ প্রতারণা এবং ১২০(বি) অর্থাৎ অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সহ বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু করা হয়। বাবান ঘোষের গ্রেফতার হওয়ার পরই নিজেকে বাঁচাতে তড়িঘড়ি হাইকোর্টে আগাম জামিনের আর্জি জানালেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। যদিও হাইকোর্ট তাঁকে রক্ষাকবচ দেয়।

মেটেলিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বোল্ডার বোঝাই ট্রাক

মেটেলি, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বোল্ডার বোঝাই ট্রাক। শুক্রবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনাটি ঘটে জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুর্তি নদীর সেতুতে। যদিও দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এদিন সন্ধ্যায় নেওড়া নদী থেকে ট্রাকটি বোল্ডার নিয়ে বাতাবাড়ি ফার্মের দিকে আসছিল। পথে কুর্তি সেতুতে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুর রেলিং ভেঙে দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে গাড়িটিকে উদ্ধার করে। গাড়ির চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত চলছে। এদিকে দুর্ঘটনার জেরে এদিন সন্ধ্যায় বাতাবাড়ি -মাথাচুলকা সড়কে কিছুক্ষণ যাতায়াত বন্ধ থাকে।

মমতার রাষ্ট্রসংঘে গণভোটের মন্তব্যে ব্যথিত রাজ্যপাল

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রসংঘে গণভোটের মন্তব্যে ব্যথিত রাজ্যপাল। শুক্রবার তিনি বলেন, ‘এই রাজ্যের মানুষের ভালো করার জন্য আমি সবকিছু করব”। বৃহস্পতিবারই নাগরিকত্ব আইন নিয়ে গণভোট সংক্রান্ত মমতার মন্তব্য প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বৃহস্পতিবার ধর্মতলার সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘এ ব্যাপারে দেশজুড়ে গণভোট চাওয়া হোক। রাষ্ট্রসংঘের মতো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে তা সংগঠিত করা হোক সেই নির্বাচন’। তা নিয়ে তখনই একবার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। শুক্রবার ভোর হতেই সেই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করলেন রাজ্যপাল। টুইট করে রাজ্যপাল বলেন, ‘নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় বাইরের হস্তক্ষেপ চেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেরকম অসাংবিধানিক পথে হাঁটছেন তা দেখে আমি গভীর ভাবে মর্মাহত। এর ফলে দেশের গণতান্ত্রিক বাতাবরণের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।’ তাঁর কথায়, আমি ওঁকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও উনি তাঁর বক্তব্য ফিরিয়ে নেননি। সাংবিধানিক পদে থেকে একজন বর্ষীয়ান নেত্রী এ ধরনের মন্তব্য করতে পারেন না। এর পরিণতি কী বিপজ্জনক হতে পারে সে ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারেন না’। রাজ্যপাল আরও বলেন, ‘ওঁর অবস্থান দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। দেশকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা এটা কখনওই সমর্থন করবেন না’।

রাজ্যপালের এই মন্তব্য নিয়ে তৃণমূল এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

শুক্রবার আগরতলায় অমিয়প্রভা চৌধুরি স্মৃতি পুরস্কার বিতরণি অনুষ্ঠান নিয়ে আয়োজকরা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ছবি-নিজস্ব।

এক লক্ষ টাকা আর্থিক জরিমানা করে সাসপেনশন প্রত্যাহার কোলাডোব

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স) : এক লক্ষ টাকা আর্থিক জরিমানা করে সাসপেনশনের খাঁড়া তুলে নেওয়া হল লাল-হলুদের স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হাইমে স্যান্টোস কোলাডোর উপর থেকে। বলবয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য স্প্যানিশ ফুটবলারের সাসপেশন নিয়ে যে বড়সড় আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তা থেকে রেহাই পেল ইস্টবেঙ্গল। উল্লেখ্য, গত ১১ ডিসেম্বর পঞ্জাব এফসির ম্যাচে বলবয়ের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইস্টবেঙ্গল আপফ্রন্টে অন্যতম ভরসা হাইমে স্যান্টোস কোলাডোকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাসপেন্ড করে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। শোকজ করা হয় লাল-হলুদের স্প্যানিয়ার্ড ফুটবলারটিকে। শোকজের জবাবের উপর ঝুলে থাকে কোলাডোর শাস্তি সম্পর্কিত পরবর্তী পদক্ষেপ। কোলাডোর শোকজের জবাব শুনে তাঁর সাসপেনশনের মেয়াদ একম্যাচের বেশি দীর্ঘায়িত করেনি শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। আর ঘরের মাঠে ট্রাউ এফসি'র বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে ইতিমধ্যেই মাঠের বাইরে ছিলেন কোলাডো। তাই ইস্টবেঙ্গলের পরবর্তী ম্যাচ থেকে মাঠে নামার বিষয়ে আর কোনও বাধা রইল না নেরোকা ম্যাচে জোড়া গোলস্কোরারের। কোলাডোকে এক লক্ষ টাকা জরিমানার পাশাপাশি ফেডারেশনের তরফ থেকে সতর্ক করা হয়েছে পঞ্জাব এফসি কর্তৃপক্ষকেও। কোলাডোর বিরুদ্ধে বলবয়দের উদ্দেশ্যে করে ইচ্ছাকৃত বল মারার পাশাপাশি পঞ্জাব এফসি বলবয়দের বিরুদ্ধেও ফেডারেশনে অভিযোগ জমা পড়ে। ইস্টবেঙ্গল-পঞ্জাব এফসি ম্যাচে পঞ্জাবের বলবয়দের বিরুদ্ধে সময় চুরি করার যে অভিযোগ ওঠে, সেই ব্যাপারটি খতিয়ে দেখে রঞ্জিত বাজাজের দলকে সতর্ক করে ফেডারেশন জানিয়ে দিয়েছে পরবর্তীতে এমন অভিযোগ পুনরায় প্রমাণিত হলে তাদের হোম ম্যাচ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। ৪ ম্যাচে দু'টি জয় এবং দু'টি ড্র। ৮ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে লিগ টেবিলে শীর্ষে থাকা ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ ৪ জানুয়ারি প্লাজার চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে।

ধর্মনগরে বেআইনীভাবে রাখা জ্বালানী তেল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার ধর্মনগর রাজবাড়ি এলাকায় আচমকা অভিযান চালিয়ে প্রায় সারে তিন হাজার লিটার অবৈধ জ্বালানি তেল উদ্ধার করলো ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসন। এইদিন ধর্মনগর মহকুমার মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে রাজবাড়ি এলাকার দুটি গোদাম থেকে মজুদ করা প্রায় ১৮ টি তেলের ড্রাম উদ্ধার করা হয়। যদিও এইদিন কোন তেল কারবারিকে আটক করা যায়নি। ধর্মনগর মহকুমা শাসক সংবাদ প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকারে জানান পুলিশ তদন্তের মাধ্যমে এই তেল কারবারিদের জালে তুলবে। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে এই এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকবার অবৈধ ভাবে মজুত করে রাখা বিপুল পরিমাণ জ্বালানী তেল উদ্ধার করে প্রশাসন। কিন্তু এই অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে দিনের পর দিন অবৈধ ভাবে তেল মজুত করার কারবার চলতে থাকে।

লিচুবাগানে নিখোঁজ এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন লিচু বাগানের ঘোষপাড়ার এক ব্যক্তি আচমকা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। তার নাম নারায়ন চন্দ্র গোপ। তিনি প্রাত: ভ্রমণের জন্য বের হয়েছিলেন। তারপর থেকে বাড়িতে ফিরে আসেননি। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ খবর করে তাকে খোঁজে না পেয়ে নিউ ক্যাপিট্যাল কমপ্লেক্স থানায় পরিবারের পক্ষ থেকে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এলাকার তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে নিখোঁজ ব্যক্তিকে বের করার দাবী জানিয়েছেন পরিবারের লোকজন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দুর্বল অর্থব্যবস্থাকে সামলেছি, ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের লক্ষ্যও পূরণ হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় অর্থনীতিকে শুধুমাত্র স্থিতিশীলই করে তোলেনি, বরং শৃঙ্খলা ও অনুশাসন আনার জন্য প্রচেষ্টাও চালিয়েছে। ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির জন্য শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছেঊ গোটা দেশ যতক্ষণ না পর্যন্ত একসঙ্গে লক্ষ্য নির্ধারণ করবে না, ততক্ষণ লক্ষ্য পূরণ হওয়া অসম্ভব। শুক্রবার সকালে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত অ্যাসোচেম (অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া)-এর বার্ষিক সভায় এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অ্যাসোচেম-এর বার্ষিক সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '৫-৬ বছর আগে ভারতীয় অর্থনীতি বিপর্যয়মুখী ছিল। আমাদের সরকার ভারতীয় অর্থনীতিকে শুধুমাত্র স্থিতিশীলই করে তোলেনি, বরং শৃঙ্খলা ও অনুশাসন আনার জন্য প্রচেষ্টাও চালিয়েছে। কয়েক দশক পুরনো শিল্প চাহিদা পূরণের দিকে আমরা মনোযোগ দিয়েছি।'

৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '৫ ট্রিলিয়ন অর্থব্যবস্থার কথা হঠাতকরেই আসেনি, বিগত পাঁচ বছরে দেশ শক্তিশালী হয়েছে তাই এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। অর্থব্যবস্থা যাতে সঠিক নিয়মের মধ্য দিয়ে চলে সে জন্য আমরা সিস্টেমে আমূল পরিবর্তন এনেছি। ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির জন্য শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে। গোটা দেশ যতক্ষণ না পর্যন্ত একসঙ্গে লক্ষ্য নির্ধারণ করবে না, ততক্ষণ লক্ষ্য পূরণ হওয়া অসম্ভব। যখন এই লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, তখন জানাই ছিল বিরোধিতা হবে এবং বলা হবে ভারতের পক্ষে এটা অসম্ভব।'

প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'কোম্পানি অ্যাক্টে এমন প্রচুর আইন ছিল, যেখানে ছোট ভুলের জন্যও ফৌজদারি ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান ছিল, আমাদের সরকার অনেক আইনে পরিবর্তন এনেছে।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারতীয় অর্থনীতিতে আধুনিকীকরণ এবং গতি বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করছি আমরা। অর্থনীতির উন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিঊ দিন-রাত এক করে বিবিধ পরিশ্রমের মাধ্যমেই ইজ অফ ডুয়িং বিজনেসে এত ধাপ উপরে উঠে এসেছি আমরা।

ব্যাঙ্কিং সেক্টর এবং কর্পোরেট সেক্টরকে আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ব্যাঙ্কিং সেক্টর এবং কর্পোরেট সেক্টরের সঙ্গে যুক্তদের আমি আশ্বস্ত করতে চাই, আমরা পূর্ববর্তী দুর্বলতাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে কিছুটা হলেও সফল হয়েছি।

পুস্তক ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে, দাবি বুক সেলার্স এসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ।। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই স্কুল থেকে টাকার বিনিময়ে সরবরাহ না করে পুস্তক ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছে অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশন। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই বিদ্যালয় থেকে সরবরাহ করার বদলে অল ত্রিপুরা বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্সের মাধ্যমে সরবরাহ করার দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

শুক্রবার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব মূলক সম্মেলন থেকে রাজ্য সরকারের কাছে এই দাবি জানানো হয়। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একসাথে বই পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে পুস্তক ব্যবসায়ীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

জীবন জীবিকার স্বার্থেই সরকারকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে দাবি করেছে অ্যাসোসিয়েশন। এসব বিষয় নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বারবার আবেদন জানানো সত্ত্বেও দেখা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পুস্তক ব্যবসায়ীদের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেবার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

কৈলাসহরের এসডিএমকে ডেপুটেশন নাগরিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ ডিসেম্বর।। কৈলাসহর পুর পরিষদের দুই নং ওয়ার্ডের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের দাবীতে পুর পরিষদের দুই নং ওয়ার্ড কমিটি কৈলাসহরের মহকুমা শাসক ডা. বিশাল কুমারের নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করে। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন দুই নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নচিকেতা গোস্বামী, দুই নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা প্রাক্তন বিচারপতি নির্মল কান্তি সিন্হা, স্থানীয় বাসিন্দা তথা আইনজীবী স্বপন কুমার দাশ, অনুপ কুমার ভট্টাচার্য, সাগর নন্দী, ক্ষিতিশ চন্দ শীল, অরুন কুমার ভট্টাচার্য সহ আরোও অনেকে। ডেপুটেশন শেষে কাউন্সিলার নচিকেতা গোস্বামী বলেন, পুর পরিষদের দুই নং ওয়ার্ডে অবস্থিত মূক-বধির বিদ্যালয়ের উল্টোদিকে পাকা ড্রেনটিতে অবিলম্বে ড্রেনে কভার বসাতে হবে। কভার না থাকায় প্রতিদিন এই এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটছে। এই দুই নং ওয়ার্ডের পুরানে এমপ্লয়মেন্ট অফিসের পিছনে তেরো কানি জায়গা অতি নীচু থাকার ফলে এলাকায় ভেনাস ক্লাব এবং মডেল স্কুলের আশেপাশে বারোমাস জলমগ্ন থাকে, তাই খুব শীঘ্রই মাটি ভরাট করে জায়গাটি উঁচু করতে হবে। তাছাড়া বাইপাশ এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্পের দক্ষিণদিকের পাকা রাস্তাটি প্রতিদিন ভাঙছে কারণ রাস্তাটি পাশে বড় একটি পুকুরের পাড় ভাঙার ফলে। তাই অবিলম্বে পুকুরের পাড়ে রেটিনিং ওয়াল নির্মাণ করতে হবে। মহকুমা আশ্বস্ত করেন যে, আগামী তিন মাসের মধ্যে এই তিনটি কাজ শুরু করবেন।

তেলিয়ামুড়ায় সরকারী উদ্যোগে লেবু প্রক্রিয়াকরণ কারাখনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ ডিসেম্বর ।। তেলিয়ামুড়ার পশ্চিম হাওয়াইবাড়িতে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে গড়ে উঠেছে লেবু প্রক্রিয়াকরণ কারখানা। এখানে লেবুর রস দিয়ে জুস তৈরি করা হবে। প্রকল্পটি বর্তমানে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। লেবু চাষে তেলিয়ামুড়ার হাওয়াইবাড়ি এলাকার সুখ্যাতি রয়েছে। এখানে উন্নতমানের লেবু চাষ হয়। আট শতাধিক চাষি লেবু চাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এখানকার উৎপাদিত লেবু স্থানীয় ও রাজ্যের চাহিদা পূরণ করে বহির্রাজ্যেও বাজারজাত হচ্ছে। লেবুর চাহিদা থাকলেও চাষিরা উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছেন না। লেবু চাষিদের কল্যাণে পশ্চিম হাওয়াইবাড়িতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে গড়ে তোলা হয়েছে একটি লেবু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। এই প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে লেবুর রস থেকে জুস তৈরি করে বাজারজাত করা হবে। তাতে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবে লেবু চাষিরা। স্থানীয় চাষিরা জানান, হাওয়াইবাড়ি এলাকায় বহুকাল ধরেই লেবু চাষ হচ্ছে। চাষিরা লেবু প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছিলেন। চাষিদের দাবি অনুযায়ী গড়ে উঠেছে প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি। এটি চালু হলে লেবু চাষিরা অধিক লাভের মুখ দেখবেন বলে আশাবাদী। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে, ২০১৮ সালের জুলাই মাসে লেবু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। চাষিরা অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন কবে এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

আগরতলা জাতীয় সড়কের পুলিনপুর এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টিআর ০১ বি ৩২৫৮ নম্বরের একটি ম্যাক্স গাড়ির পেছনে দ্রুতগতিতে এসে বাইক আরোহী সজোরে ধাক্কা মারেন। এতে গুরতর আহত হন বাইক আরোহী সুদীপ ঘোষ। গতি এতটাই বেশি ছিল যে তিনি বাইকের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। ম্যাক্সের সাথে ধাক্কা লেগে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দফতরে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান দমকল কর্মীরা। দমকল কর্মীরা সুদীপকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, আহত বাইক আরোহীর মাথায় ও মুখে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তাই তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

কুলদীপের

● প্রথম পাতার পর

এক কিশোরীকে ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত হন কুলদীপ সিং সেঙ্গার। গত সোমবার কুলদীপকে দোষীসাব্যস্ত করা হয়। সাজা ঘোষণা করা হয়নি সেদিনঊ নির্যাতিতাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য, নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামায় সেঙ্গারের সম্পত্তির পরিমাণ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এদিন আদালতের কাছে সেঙ্গারের হলফনামার নথি জমা দিয়েছিলেন সেঙ্গারের আইনজীবী। স্থাবর-অস্থাবর মিলিয়ে কুলদীপের সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা।

শুনানির সময় বিচারক ধর্মেশ শর্মার এজলাসে কুলদীপের জন্য তাঁর আজীবন কারাবাসের আবেদন করেন সিবিআই-এর আইনজীবী। তবে, কুলদীপের আইনজীবী তনভীর আহমেদ মীরের আর্জি ছিল, 'কুলদীপের সর্বোচ্চ ১০ বছরের সাজা হোক।' যদিও, সিবিআই-এর আর্জিই শুনল দিল্লির তিস হাজারি আদালত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে। ঘটনার সূত্রপাত ২০১৭-র ৪ জুন। নির্যাতিতার বয়স তখন ১৭ বছর। পড়শি শশী সিং কাজ দেওয়ার না করে নির্যাতিতাকে নিয়ে যান বিধায়ক কুলদীপের কাছে। অভিযোগ, কুলদীপ, শশীর ছেলে এবং গাড়ির চালক মেয়েটিকে ধর্ষণ করেছিল। চার-বারের বিধায়ক সেঙ্গারের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানাতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছিলেন নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে যাওয়ায় সেঙ্গারকে গ্রেফতার করা হয়, পরে বিজেপি থেকেও বহিষ্কার করা হয়। অভিযোগ, নির্যাতিতার বাবাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েও বেধড়ক মারধর করা হয়। পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হয় নির্যাতিতার বাবার। চলতি বছরের জুলাই মাসে উন্নাও থেকে রায়বরেলি যাওয়ার সময় নির্যাতিতার গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক।

উপযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

সহ অসংখ্য কংগ্রেস কর্মী সমর্থক। দলের কর্মী সমর্থকদের কাছ থেকে সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত প্রদেশ কংগ্রেসের নব নিযুক্ত সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস। এইদিন বিভিন্ন ব্লক কংগ্রেস কমিটি গুলির পক্ষ থেকেও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতৃত্ব সমীর রঞ্জন বর্মণ প্রদেশ কংগ্রেসের নব নিযুক্ত সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাসের হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দেন। সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ বলেন তিনি যখন বিধায়ক ছিলেন তখন গ্গুছড্ডজ্জ-র সভাপতি ছিলেন পীযুষ কান্তি বিশ্বাস। ধাপে ধাপে তিনি প্রথম সারিতে আসেন। বর্তমানে তিনি প্রাপ্য পদ পেয়েছেন। কিন্তু আরও অনেক আগে এই পদ ওনার পাওয়ার কথা ছিল। বিভিন্ন কারনে উপযুক্ত আসন পেতে ওনার বিলম্ব হয়েছে। তিনি আশা ব্যক্ত করেন নয়া প্রদেশ সভাপতির নেতৃত্বে ফের প্রদেশ কংগ্রেস নতুন উদ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

কদমে

● প্রথম পাতার পর

নগর চার্চে যীশু খ্রীষ্ট-র জন্মদিন পালনে প্রস্তুতি জোর কদমে চলছে। ফাদার এব্রাহাম বলেন, প্রতিবছর এই গির্জায় যীশু খ্রীষ্ট-র জন্মদিন পালন করা। এরই অঙ্গ হিসেবে নয়দিন ধরে আমরা বিশেষ প্রার্থনা করে থাকি। তাছাড়া, আলোকসজ্জা, নানা বাহারি সাজ সরঞ্জাম দিয়ে গির্জাঘর সাজানোর কাজ চলছে। তিনি আরও বলেন, বড়দিন উপলক্ষ্যে বিরাট মেলার আয়োজন করা। এছাড়া, বাড়িঘরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধারণার খাবার প্রস্তুত হচ্ছে। তাঁর কথায়, সারা বিশ্বে শান্তির বার্তা ছাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যীশু খ্রীষ্ট-র জন্মদিনে আমরা সকলে মিলে প্রার্থনা।প্রভু যীশুর আশীর্বাদে সকলের কল্যাণ হোক, এই কামনা করি।তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, জাতি-উপজাতির মিলনে বড়দিনের উৎসব আরো রঙিন হয়ে উঠবে।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

শ্বশুরবাড়িতে মন্টিকে বেধড়ক ভাবে মারধর করেছে তার স্বামী আব্দুল মিঞা ও দেবর মফিজ মিঞা মিলে। মৃতার মামা ও মামাতো ভাইয়ের অভিযোগ মন্টিকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। এই বিষয়ে উদয়পুর মহিলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এইদিকে এইদিন মন্টির মৃত্যুর পর মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন গোমতী জেলা হাঁসপাতাল চত্বরে মৃতার স্বামীর উপর চড়াও হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র কর গোমতী জেলা হাঁসপাতাল চত্বরে চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিএসএফ

● প্রথম পাতার পর

সামগ্রী পাচারের সময় উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও পাচারকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর দাবি, সীমান্তে টহলদারি বেড়েছে। তাই, পাচারের সময় প্রচুর নেশা সামগ্রী, গবাদি পশু, বস্ত্র ইত্যাদি উদ্ধার হচ্ছে।

দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

রাস্তাঘাটের কিছু সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যাগুলো নিরসনের জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন এলাকাবাসীর আতিথেয়তায় রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর এই সফরকে কেন্দ্র করে এলাকায় একপ্রকার উৎসবের আবহ তৈরি হয়।

পিছু হটলেন মমতা

আটের পাতার পর

বলছি, জনমত নেওয়ার কথা বোঝাতে চেয়েছি মাত্র। আমি ভাত আর আমি ভাত খাই এক ব্যাপার নয়।

মুখ্যমন্ত্রীকে এদিন রাজ্যপালের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাতে দৃশ্যত বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন, 'ছাড়ুন তো। এক কথা কতবার বলব।' এক রাতের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এই 'ডিগবাজি' দেখে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সায়ন্তন বসু বলেন, 'পাকিস্তান যে ধরণের দাবি জানায় মুখ্যমন্ত্রী সেরকম কথা বলছিলেন। আসলে তোষণের রাজনীতি তৃণমূলের মজ্জায় ঢুকে গেছে। ভিতর থেকে সেই মর্মেই কথা বেরিয়ে আসে। কিন্তু ওরা বুঝতে পেরেছে, গণভোটের দাবি তোলায় শুধু বাংলা নয় গোটা দেশের সব ধর্ম, জাতির মানুষ তৃণমূলের উপর ক্ষেপে গেছে। কারণ, দেশের গণতন্ত্রের অপমান করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই ভয় পেয়েই পিছু হটল তৃণমূল'।

ধর্ষণ

● প্রথম পাতার পর

ছাপ মিলেছে। মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে কিনা স্পষ্ট নয়, জানান তিনি।

ডাঃ চক্রবর্তীর মতে, ওই নাবালিকা শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তাকে ধর্ষণের করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য নির্যাতিতাকে মেলাঘর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এদিকে, মেলাঘর হাসপাতাল থেকে নির্যাতিতাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরার পথে বিদ্যালয়ের পাশের একটি ষ্টেশনারী দোকানে গিয়েছিল ছাত্রীটি। দোকান থেকে বের হওয়া মাত্রই মেয়েটিকে কালো রঙের একটি আল্টো গাড়ীতে তোলে নিয়ে যায় অজ্ঞাত পরিচয় কয়েকজন যুবক।

সোনামুড়া থানার মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর জানিয়েছেন, নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে একটি অজানা ফোন নাম্বারে একটি ছেলের সাথে কথা হত। আজ ওই ছেলেটি তাকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সোনামুড়া এসডিপিও সৌভিক দে জানিয়েছেন, ওই নাবালিকার শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। তাই, তাকে বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি। ফলে, তার সাথে কি ঘটেছে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িটি খোঁজ মিলেছে। গাড়ির সূত্র ধরে ওই ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে বলে দাবি করেন তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, সোনামুড়ার ঠাকুরমুড়া এলাকায় চলতি গাড়ী থেকে ওই নাবালিকাকে ফেলে দিয়ে খেদাবাড়ির ওএনজিসি প্রজেক্টের দিকে পালিয়ে যায় গাড়িটি। সোনামুড়া থানার তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন, ওই নাবালিকার বাবা মামলা করেছেন। মামলা নম্বর ১৮৫/১৯। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ৩৫৬ ও ৩৭৬ এবং পক্সো আইনের ৬ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ভরদুপুরে নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন।

মন্তব্যে ব্যথিত রাজ্যপাল

তিনের পাতার পর

ভাবে মর্মাহত। এর ফলে দেশের গণতান্ত্রিক বাতাবরণের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।' তাঁর কথায়, আমি ওঁকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও উনি তাঁর বক্তব্য ফিরিয়ে নেননি। সাংবিধানিক পদে থেকে একজন বর্ষীয়ান নেত্রী এ ধরনের মন্তব্য করতে পারেন না। এর পরিণতি কী বিপজ্জনক হতে পারে সে ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারেন না'। রাজ্যপাল আরও বলেন, 'ওঁর অবস্থান দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিপন্থী। দেশকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা এটা কখনওই সমর্থন করবেন না'। রাজ্যপালের এই মন্তব্য নিয়ে তৃণমূল এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

নয় বিএসপি : মায়াবতী

তিনের পাতার পর

সর্বদাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদ করে আসছি, শুরু থেকেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আমরাঊ কিন্তু, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মতো জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট ও হিংসায় আমরা বিশ্বাসী নই।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ)-এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দিনভর উত্তাল হয়ে উঠেছিল উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তঊ অগ্নিগর্ভ লখনউয়ের মাদেগঞ্জে জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ বাধেঊ আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় একাধিক গাড়িতেঊ লখনউয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় একজন যুবকেরঊ উত্তর প্রদেশের সম্ভলেও আক্রান্ত হয় থানাঊ জ্বালানো হয় সরকারি বাসঊ ১৯ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের সম্ভলে হিংসার ঘটনায় সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র দু'জন সাংসদ এবং বেশ কয়েকজন নেতা-সহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ।

বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ

পাচের পাতার পর

তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তিনি বলেন, একটি দুষ্টচক্র আন্দোলনের নামে বিভীষিকার সৃষ্টি করে ভুল বার্তা ছড়ানোর অপচেষ্টা করছে। 'সিএএ' বলবৎ হলে অতি নগণ্য মানুষ ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবেন বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে কেউ কেউ বলছেন, কোটি কোটি মানুষ নাকি বাংলাদেশ থেকে আসবেন এবং তাদের রাজ্যবাসীর ভূমি এবং চা বাগানের সিলিং ল্যান্ডে বসবাসের সুবিধা দেওয়া হবে। এ সব অকাট্য ভুল তথ্য, কেবলমাত্র বিভ্রান্তি ছড়াতেই এ ধরনের ভয়ানক অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। নতুন করে কেউ আসবে না, ভারত তথা অসমে যে নগণ্য-সংখ্যক আছেন আবেদনের ভিত্তিতে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, স্পষ্টীকরণ দিয়ে জানান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ। বলেন, 'আমি যতদিন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকব ততদিন কোনওভাবেই অসমের স্বাভিমান ধ্বংস হতে দেব না।' বলেন, ধর্মীয় উৎপীড়ণের বল হয়ে আমাদের সঙ্গে বসবাসরত অতি কমসংখ্যক মানুষ সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

এছাড়া একজনও নতুন বাংলাদেশি আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। কতজন নাগরিকত্ব পাবেন তা পরবর্তীতে সর্বসমক্ষে আনা হবে।' জনান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। এছাড়া সিএএ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী দল-সংগঠনগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের বোঝানো হবে। এর দ্বারা উদ্ভূত সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি জানান, অতি নিষ্ঠার সঙ্গে অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা কার্যকর করে অসমের জনসাধারণকে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দিতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরই ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সাংবিধানিক রক্ষাকবচ দেওয়ার জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভায় ঘোষণা করেছেন। বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার পর থেকে অহোরাত্র অসমের স্বাভিমান রক্ষায় নিয়োজিত নরেন্দ্র মোদী। অসমের স্বাভিমান গামোছা গলায় ধারণ করে চলাচল করেন, সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজরিকাকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করেছেন এই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরকারি কার্যালয়, ব্যাংক, গণ-সম্পত্তি ধ্বংস করা, বিধায়কের ঘরে আক্রমণ করে অগ্নিসংযোগ করা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলির ঘরে হামলা প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সব কার্যে ভুল তথ্যের ব্যাখ্যা দিয়ে সহজ-সরল কৃষিজীবী ও সাধারণ জনতাকে বিপথে পরিচালিত করে নিয়োজিত করছে কতিপয় মানুষ, এদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বলেন, এ-ধরনের মানুষকে প্রশ্রয় দেওয়া উচত নয়। এদের প্রশ্রয় দিলে অসমের কোনওভাবে উন্নতি হবে না। মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'যারা মিথ্যা ও ভুল তথ্য প্রচার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তাদের মুখোশ খোলা হবে। ইতিমধ্যে বহু অশুভ শক্তির সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আরও হবে। তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' চা শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চা শ্রমিকদের অধিকার সর্বকালের জন্য সুরক্ষিত থাকবে। শান্তিপ্রিয় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের মধ্যে অসমে উজ্জ্বল করার ডাক দিয়েছেন সর্বানন্দ সনোয়াল।

অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৪ জনকে নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বহু আগে গঠন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কাজ করছে কমিটি। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পরই এই দফা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এছাড়া সিএএ-কে কেন্দ্র করে ভারতীয় মুসলমানদের কোনও চিন্তা না করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'অপপ্রচারে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। আপানাদের ভুল বার্তা দিয়ে অসমে অশান্তি কায়েম করতে চাইছে অশুভ শক্তি।' আন্দোলনে নিহতদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত এক জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে প্রথমে তাঁদের জন্য দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঘটনার তদন্ত করতে এসআইসি গঠন করা হয়েছে। এসআইটি-র প্রতিবেদন দাখিলের পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অঙ্গন

নিজের ফ্যান্টাসি আইপিএল দলে অধিনায়ক সৌরভই, বাদ ধোনি

মহেন্দ্র সিংহ ধোনি নয়, ঋষভ পন্থ! নিজের ফ্যান্টাসি আইপিএল দলে তিন বারের আইপিএলজয়ী চেন্নাই সুপার সিংস অধিনায়ক ধোনিকে রাখেননি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যা। বরং তিনি উইকেটকিপার হিসেবে দলে রেখেছেন ঋষভ পন্থকে। যা নিয়ে ক্রিকেটমহলে শুরু হয়েছে বিতর্ক। স্বয়ং সৌরভ যদিও কোনও বিতর্ক চাইছেন না। তিনি সোজাসুজি বলেছেন, ”এটা পুরোটাই মজার জন্য, আমি শিরোনাম চাইছি না।””’’পরিশ্রমের ফল পেল’’, আইপিএলে ছেলের বিপুল দাম পাওয়া নিয়ে বলছেন মুম্বইয়ের সেই পানিপুরি বিক্রেতাসৌরভকে বলা হয়েছিল পরের বছরের আইপিএলের জন্য ফ্যান্টাসি দল তৈরি করতে। তাঁর তৈরি করা দল এমন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় (অধিনায়ক), বিরাট কোহালি, রোহিত শর্মা, ডেভিড ওয়ার্নার, ঋষভ পন্থ, আন্দ্রে রাসেল, জশপ্রীত বুমরা, রিয়ান পরাগ, মার্কাস স্টোয়নিস, জোফরা আর্চার, রবীন্দ্র জাডেজা। লক্ষ্ণীয় হল, কোহালি, রোহিত, বুমরা, জাডেজা এমনকী, রিয়ান পরাগকে নিলেও নিজের দলেমহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে রাখেননি সৌরভ। বরং পরিবর্তে উইকেটকিপার হিসেবে রেখেছেন ঋষভ পন্থকে।বৃহস্পতিবার কলকাতায় আইপিএল নিলামে কামিংসকে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আইপিএল নিলামের ইতিহাসে এর চেয়ে বেশি দর ওঠেনি কোনও বিদেশি ক্রিকেটারের। কিন্তু কেন এত দাম উঠল প্যাটকামিংসের? ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করছেন বিশাল চাহিদা থেকেই নিলামে দর উঠেছে কামিংসের। শুক্রবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে সৌরভ বলেছেন, ’’আমার কিন্তু মনে হয় না কামিংসের দাম বড্ড বেশি। এটা আসলে চাহিদার উপর অনেকটা নির্ভর করে। বিশেষ করে এই ধরনের ছোট মাপের নিলামে এমনই ঘটে। বেন স্টোকসেরও এমন ধরনের ছোট মাপের নিলামে ১৪ কোটি টাকা দর উঠেছিল।’’এখনও ম্যাচ জেতাতে পারি, বলছেন নাইটদের নতুন সদস্য ৪৮-এর ”তরুণ” তাম্বেএই মুহূর্তে টেস্টে বিশ্বের এক নম্বর বোলার কামিংস। সৌরভ বলেছেন, ”ইডেনের পিচ হার্ড, সবুজ। যেখানে গতি ও বাউন্স রয়েছে জোরে বোলারদের জন্য। আমার মনে হয় নিলামে দিল্লি ক্যাপিটালস ও কেকেআরের মধ্যে লড়াই চলছিল। একটা সময়ের পর দিল্লি হাল ছেড়ে দেয়। এটা পুরোটাই চাহিদা আর জোগানের ব্যাপার।’’কামিংস এর আগে ২০১৪ সালে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছিলেন। সে বার অবশ্য মাত্র একটা ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। ২০১৭ সালে দিল্লি ডেয়ারডেভিলস তাঁকে ৪.৫ কোটি টাকায় নিয়েছিল। তিনি নিয়েছিলেন ১৫ উইকেট। পরের মরসুমে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তাঁকে ৫.৪ কোটি টাকায় নিয়েছিল। কিন্তু চোটের জন্য তিনি ছিটকে যান প্রতিযোগিতা থেকে। বৃহস্পতিবারের নিলামে তাঁকে ফের নিয়েছে কেকেআর।

দ্রাবিড়ের কাছে বুমরাহের ফিটনেস জানবেন সৌরভ

কলকাতা: বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে শুধু প্রসাশনিক কাজ নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের হালহকিকত নখদর্পণে রাখতে চান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। টিম ইন্ডিয়ার এক নম্বর পেসার জসপ্রীত বুমরাহের ফিটনেস নিয়ে নিজেই মাঠে নেমে পড়লেন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট।বিশাখাপত্তনমে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচের আগে নেট প্র্যাকটিসে বোলিং করতে দেখা গিয়েছিল বুমরাহকে। চোট সারিয়ে উঠে নেটে দারুণ বোলিং করতে দেখা গিয়েছিল গুজরাতের এই পেসারকে। নেটে বুমরাহের বোলিং খেলতে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন ঋষভ পন্ত, ময়াঙ্ক আগরওয়ালরা। নিউজিল্যান্ড সফরের আগে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে ভারত। ঠিক তার আগেই বুমরাহের ফিটনেস দেখে নিতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।বুমরাহের ফিটনেস সম্পর্কে সৌরভ বলেন, ”আমি ঠিক জানি না বুমরাহের ফিটনেস কী রয়েছে। এনসিএ প্রথমে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের ফিটনেস রিপোর্ট দেবে। আমি মাত্র দু’’মাস হল দায়িত্ব নিয়েছি। এ ব্যাপারে আমি রাহুলের (দ্রাবিড়) সঙ্গে কথা বলব।’’চোটের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর দেশের জার্সিতে খেলেননি বুমরাহ। দলের এক নম্বর পেসারকে ছাড়াই দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতেছে ভারত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজেও দলে ফেরেননি গুজরাতের এই ডানহাতি পেসার। বুমরাহের ফিটনেস প্রসঙ্গে সৌরভ আরও বলেন, ’’আমি বাইরে থেকে কিছু বলতে পারব না। কারণ বুমরাহ অনেকদিন ধরেই চোটের জন্য দলের বাইরে। কী ঘটেছিল, আমি জানি না। এনসিএ হল ভারতীয় ক্রিকেটারদের রি-হ্যাবের জায়গা। প্রত্যেককেই এনসিএ-র মধ্যে দিয়ে আসতে হবে।’’সুত্রের খবর, বুমরাহ এনসিএ-তে ফিটনেস টেস্ট দিতে যাবেন না। এ কথা টিম ম্যানেজমেন্টকে জানিয়েছেন কোহলির দলের নম্বর ওয়ান পেসার। কারণ লন্ডনে নিজের ব্যক্তিগত চিকিতসকের সঙ্গে পরামর্শে চিকিতসা করিয়েছেন বুমরাহ। সুতরাং বেঙ্গালুরুতে এনসিএ সেন্টারে রি-হ্যাবের জন্য যাননি তিনি। ফলে এনসিএ-তে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে রাজি নন বুমরাহ।

ব্যাট হাতে স্বপ্ন পূরন যশস্বীর ভাগ্য বদল আইপিএলএ

কে বলে?গরিবের স্বপ্ন পূরণ হয় না। পূরণ হয়,যদি সেই স্বপ্ন পূরন করার ইচ্ছা আর কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকে। আর ঠিক সেই রকমই ইচ্ছা আর নিজের উদ্দ্যোম মনোবলের দ্বারা স্বপ্ন পূরণের পথে যশস্বী জয়সওয়াল। উত্তরপ্রদেশের ভাদোহির এক মুদি দোকানির ছেলে যশস্বী মাত্র এগারো বছর বয়সে মায়ানগরী মুম্বইয়ে চলে আসে বড় ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু আর্থিক সমস্যায় জেরবার যশস্বীর স্বপ্ন বারবার হোঁচট খায়। একসময় মুম্বইয়ের মুসলিম ইউনাইটেড ক্লাবের পাশে একটা অস্থায়ী তাঁবুই ছিল তাঁর ঠিকানা। ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্নপূরণের জন্য বছর তিনেক আজাদ ময়দানের সামনে কখনও ফুচকা আবার কখনও ফল বিক্রি করতে হয়েছে তাকে। কিন্তু কথায় ভগবান তারই সহায় হন যার মধ্যে চেষ্টা আছে। আর সেই জীবনে হার না মানার চেষ্টায় তাকে পৌছে দিল স্বপ্ন পূরনের লক্ষ্যে। ২০১৫ সালে, স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা গিলস শিল্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মোট ৩১৯ রান ও বল হাতে ১৩টি উইকেট নিয়ে রেকর্ড বুকে নাম তোলে যশস্বী। তারপর ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। চলতি বছর মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে একটি ম্যাচে ২০৩ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলে সে।একডজন ছক্কা আর ১৭টি চারে সাজানো ছিল সেই ইনিংস। সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসাবে লিস্ট এ ক্রিকেটে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকায় যশস্বী। গোটা টুর্নামেন্টে ১১২.৮০ গড়ে ৫৬৪ রান করে বিস্ময় কিশোর। যাতে ছিল তিনটি সেঞ্চুরি একটি হাফ সেঞ্চুরি।তার পারফরম্যান্স ঘরোয়া ক্রিকেটে নজর কাড়তেই এদিন আইপিএল নিলামে তাকে কেনার জন্য ঝাঁপায় তিনটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। আর তার মধ্যেই যশস্বী জয়সওয়ালকে বৃহস্পতিবার ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় কিনে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। আর তাতেই একসময়ের ফুচকা বিক্রেতা রাতারাতি কোটিপতি ক্রিকেটারে বদলে গেল। তবে খেলার মাঠে এখন দর্শকদের মন কতটা জয় করতে পারে সেটাই দেখার।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে নিউজিল্যান্ডের দলে দেখতে চান ড্যানিয়েল ভেত্তরি

নিউজিল্যাণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ড্যানিয়েল ভেত্তরিকে ভারতে যথেষ্ট পছন্দ করা হয়। সম্প্রতিই তিনি ইএসপিএনের সঙ্গে একটি র্যা পিড ফায়ার রাউন্ড খেলেছেন, যেখানে তিনি বেশকিছু ইন্টারেস্টিং কথা জানিয়েছেন। এই র্যাফপিড ফায়ারে ড্যানিয়েল ভেত্তরি ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি, যার সঙ্গে তিনি আইপিএলে কাজ করেছেন, তাকে নিউজিল্যাণ্ড দলে রাখার কথা বলেছেন।সুযোগ পেলে বিরাট কোহলিকে বাছবেন ভেত্তরি নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার খেলোয়াড় ড্যানিয়েল ভেত্তরি ইএসপিএন ক্রিকইনফোর সঙ্গে র্যাডি রাউন্ড ফায়ার খেলেছেন। তাতে খন ভেত্তরিকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে যদি তাকে অন্য কোনো দেশ থেকে একটি খেলোয়াড়কে নিজের দলে বাছার সুযোগ দেওয়া হয় তো তিনি কাকে বাছবেন। এই প্রশ্নে ভেত্তরি কোনো সময় নষ্ট না করে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক বিরাট কোহলির নাম নিয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি তিন ফর্ম্যাটের মহান ব্যাটসম্যান। আপনাদের জানিয়ে দিই যে ড্যানিয়েল ভেত্তরি আইপিএলের ফ্রেঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুতে বিরাট কোহলির অধিনায়কত্বে খেলোয়াড় আর কোচিং স্টাফ হিসেবে ৬টি মরশুম পর্যন্ত কাজ করেছেন। এই কারণে অলরাউন্ডার খেলোয়াড় বিরাটের সঙ্গে অনফিল্ড এবং অফফিল্ড যথেষ্ট দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন।রাহুল দ্রাবিড়ের সামনে বোলিং করা মুশকিলঅলরাউন্ডারের কাছে যখন প্রশ্ন করা হয় যে কোন ব্যাটসম্যানের সামনে বোলিং করতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়েছে তো ভেত্তরি টিম ইন্ডিয়ার তারকা রাহুল দ্রাবিড়ের নাম নিয়েছেন। আর যখন ভেত্তরিকে প্রশ্ন করা হয় যে আইপিএলে দলে খেলা মুশকিল মনে হয়েছে নাকি কোচিং করানো. তো ভেত্তরি কোচিং করানোকে মুশকিল বলে জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে ড্যানিয়েল ভেত্তরি ডাল মাখখনিকে নিজের ফেবারিট খাবার বলেছেন।ভেত্তরির ক্রিকেট কেরিয়ারনিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড় ড্যানিয়েল ভেত্তরি টেস্ট ক্রিকেটে ১১৩টি ম্যাচে ৩০.০০ গড়ে ৪৫৩১ রান করেছেন আর ৩৬২টি উইকেট নিয়েছেন। ওয়ানডে ক্রিকেটে ২৯৫টি ম্যাচে ১৭.৫৩ গড়ে ২২৫৩ রান আর ৩০৫টি উইকেট নিয়েছেন। টি-২০তে ৩৪টি ম্যাচে তিনি ২০৫ রান আর ৩৮টি উইকেট নিয়েছেন।এখানে দেখুন ড্যানিয়েল ভেত্তরির পুরো র্যাপিড ফায়ার

নজরে চার বিদেশি ফের সূর্যোদয়ের খোঁজে হায়দরাবাদ

একবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এ বার সূর্যোদয়ের খোঁজে হায়দরাবাদ। স্কোয়াড: অভিষেক শর্মা, বাসিল থাম্পি, ভুবনেশ্বর কুমার, বিলি স্ট্যানলেক, ডেভিড ওয়ার্নার, জনি বেয়ারস্টো, কেন উইলিয়ামসন, মণীশ পাণ্ডে, মহম্মদ নবি, রশিদ খান, সন্দীপ শর্মা, শাহবাজ নাদিম, শ্রীবৎস গোস্বামী, সিদ্ধার্থ কল, খলিল আহমেদ, টি নটরাজন, বিজয় শঙ্কর, ঋদ্ধিমান সাহা। স্লট ফাঁকা রয়েছে:সাতটি। পাঁচ জন ঘরোয়া ক্রিকেটার ও দু’ জন বিদেশি। টাকা খরচ হয়েছে:৬৮ কোটি।হাতে টাকা রয়েছে:১৭কোটি।নিলামে নজর কোন দিকে:বিদেশি অলরাউন্ডার, বিদেশি জোরে বোলার, ঘরোয়া অলরাউন্ডার এবং ব্যাটসম্যান।কারা কারা সম্ভাব্য টার্গেট: ক্রিস মরিস, ফ্যাবিয়েন অ্যালেন, জিমি নিশাম, ইয়ইন মর্গ্যান।ঘরোয়া ক্রিকেটার প্রিয়ম গর্গ, দীপক হুদা, রাহুল ত্রিপাঠী, রবিন উথাপ্পা, শাহরুখ খান, রোহন কদম, পবন দেশপান্ডে।বিপুল দাম পেলেন কামিন্স, মরিস, কটরেল, দলই পেলেন না ডেল স্টেন, মুশফিকুরকাউন্টডাউন শেষ। পুরো মাত্রায় চলেছে আইপিএলের নিলাম। কলকাতায় এই প্রথম বার হচ্ছে নিলাম। ফলে, আগ্রহ চরমে। কলকাতা নাইট রাইডার্স নিয়ে ফেলেছে প্যাট কামিংস ও ইওন মর্গ্যানকে।এর মধ্যে অজি পেসার কামিংসের জন্য দর উঠেছে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এর আগে কোনও বিদেশি ক্রিকেটারের নিলামে এত দাম ওঠেনি।আরইংল্যান্ডের ওয়ানডে অধিনায়ক মর্গ্যানের জন্য দর উঠেছে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এই দু’জনেই এর আগেও কেকেআরের হয়ে খেলেছেন।কী অবস্থায় দাঁড়িয়ে শাহরুখের কলকাতাআরও পড়ুনকোথায় দুর্বলতা, কোথায় শক্তি, তা বিচার করে সেই মতো স্কোয়াড গুছিয়ে নেওয়ার এটাই শেষ সুযোগ।

নিলামের পরদিনই বিগ ব্যাশে বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন নাইটদের নতুন তারকা

নিলামে তাঁর বেস প্রাইস ছিল এক কোটি টাকা। সেই টাকাতেই কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে নিয়েছে টম ব্যান্টনকে। নিলামের পরের দিনই বিগ ব্যাশ লিগে ধুন্ধুমার ব্যাটিং করলেন নাইটদের নতুন ক্রিকেটার। তাঁর এই ব্যাটিং দেখার পরে উচ্ছ্বসিত হতে পারেন কেকেআর সমর্থকরা। ২০২০ সালের আইপিএল-এ ব্যান্টনের ব্যাট থেকে এরকমই সব মারমুখী ইনিংস দেখার অপেক্ষায় নাইট-সমর্থকরা।বিগ ব্যাশে শুক্রবার খেলা ছিল মেলবোর্ন স্টার্স ও ব্রিসবেন হিটের। ব্যান্টন মাত্র ৩৬ বলে ৬৪ রান করেন। তাঁর ইনিংসে সাজানো ছিল ৬টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি। প্রথমে ব্যাট করে মেলবোর্ন স্টার্স ২০ ওভারে করে সাত উইকেটে ১৬৭ রান।”বিরাট তোমায় পছন্দ করে না”, নিলামে আরসিবি-তে যাওয়া ফিঞ্চকে বলেছিলেন টিম পেন!রান তাড়া করতে নেমে ব্রিসবেন হিটের ওপেনার ম্যাক্স ব্রায়ান্ট মাত্র ৬ রানে ফিরে যান। নাইট রাইডার্স থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে সদ্য যাওয়া ক্রিস লিন (৬) ব্যর্থ হয়েছেন। এর পরে লড়াই শুরু করেন ব্যান্টন। পাওয়ার হিটিং কাকে বলে তা দেখিয়ে দেন ২১ বছরের ব্যান্টন। জাম্পাকে মারতে গিয়ে আউট হন তিনি। ব্যান্টনের এই মারমুখী ইনিংসের পরেও জিততে পারেনি ব্রিসবেন হিট। ব্যান্টনের দল ম্যাচটা হেরে যায় ২২ রানে। ম্যাচ হারলেও ব্যান্টনের ইনিংস আশার আলো জাগাচ্ছে কেকেআর-এর সাজঘরে।

আমি ব্যাট করব কোথায়? মুম্বইয়ের দল দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্ন রোহিতের

ক্রিস লিন ঠিকানা বদলে গিয়েছেন মুম্বইয়ে। তার ফলে চিন্তিত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। সূর্যকুমার যাদব, কুইন্টন ডি’’ কক, ইশান কিষাণ, কায়রন পোলার্ড, দুই পাণ্ড্য ভাইদের রেখে দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স।কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিলামে লিন ও সৌরভ তিওয়ারিকে নিয়েছে মাহেলা জয়বর্ধনের দল। দলের ব্যাটিং গভীরতা লক্ষ্য করে রোহিত মজা করে ইনস্টাগ্রামে বলেছেন, ”রোহিত শর্মা তা হলে কোথায় নামবে?””’’বিরাট তোমায় পছন্দ করে না’’, নিলামে আরসিবি-তে যাওয়া ফিঞ্চকে বলেছিলেন টিম পেন!মুম্বই টিম দেখে রোহিতের মতোই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রথম একাদশ বাছা কঠিন হবে। লিনকে নিশ্চয়বেঞ্চে বসিয়ে রাখার জন্য দলে নেওয়া হয়নি। কুইন্টন ডি’’কক ও ’’হিটম্যান’’কেও বসাবে না মুম্বই। তাঁরা দু’’জনেই ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা ধরেন। ফলে প্রথম একাদশ বাছাই নিয়ে মাহেলাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা।রোহিতকে যদি ব্যাটিং অর্ডারে নীচের দিকে নামিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে ইশান কিষাণ বা সূর্যকুমার যাদবকে বসতে হবে। এই দুই ঘরোয়া ক্রিকেটার মুম্বইয়ের ভরসা। ফলে মুম্বইয়ের দল বাছাইয়ে যেমন সমস্যা বাড়বে, তেমনই দলের ভিতরে সুস্থ প্রতিযোগিতা বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই দল দেখে মুম্বই টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে রসিকতা করে ”হিটম্যান” বলছেন, ব্যাটিং অর্ডারে তিনি নামবেন কোথায়।

স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে দোষী সলমন বাটকে জাতীয় দলে ফেরাতে চান মিসবা

স্পট ফিক্সিংয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে জেল খাটা পাক ক্রিকেটার সলমন বাটের জাতীয় দলে ফেরার সম্ভাবনা বাড়ছে। হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। তাঁকে জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন খোদ পাকিস্তানের জাতীয় ক্রিকেট দলের নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাচক এবং কোচ মিসবা উল হক। স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে পড়ার দরুণ যে নিষেধাজ্ঞা ছিল বাটের ক্রিকেট কেরিয়ারে। তা উঠে গেছে ২০১৬ সালেই। তারপর থেকে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে রান পাচ্ছেন বাট। তারই সুবাদে জাতীয় দলের দরজা আবারও খুলতে পারে তাঁর জন্য। পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যমে মিসবা জানান, ‘শান মাসুদ, ইমাম—উল—হক, আবিদ আলি—সহ যাঁরা ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো করছেন এবং সেই সঙ্গে যাঁদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাদের সবাইকে বিবেচনায় আনা হবে। সলমন বাটের নামও বিবেচনা করা হচ্ছে। তরুণদের মধ্যে যাঁরা আছেন তারা ক্লিক না করলে সলমন বাট আবারও জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারেন।’ যদিও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বাটের পুনরায় জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তি সামগ্রিক ভাবে জাতীয় দল এবং অন্যান্য তরুণ ক্রিকেটারদের ভালো পারফরম্যান্সে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নেটদুনিয়ায় ফের ভাইরাল ধোনিকন্যার কীর্তি

ভারতীয় ক্রিকেটে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভবিষ্যত কী? ফের কবে তাঁকে দেখা যাবে জাতীয় দলের জার্সিতে? বৃহস্পতিবার বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোহলি ও নির্বাচকদের বৈঠকেও সে জল্পনার ইতি ঘটেনি। কিন্তু সেসব নিয়ে যে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না ধোনি, তা তাঁর কাজকর্মেই স্পষ্ট। ঝাড়খণ্ডের রাজপুত্র রয়েছেন আপন মেজাজে। কখনও ভারতীয় ড্রেসিংরুম থেকে ঘুরে যাচ্ছেন তো কখনও ব্যস্ত পরিবারের সঙ্গে।মেয়ে জিভার সঙ্গে নানা কাণ্ড কারখানার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সময় নিজেই পোস্ট করেন মাহি। কখনও বাবাকে পুষ্টিকর খাবার খাইয়ে দেয় ছোট্ট জিভা, আবার কখনও বাবার সঙ্গে নানা ভাষায় কথা বলে সে। এবার বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গাড়ি ধুতে দেখা গেল ধোনিকন্যাকে। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। এতটুকু বয়সে বাবাকে দেখে মোটামুটি সব কাজই শিখে গিয়েছে জিভা। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যেখানে ধোনির সঙ্গে সবুজ রঙের নিশান জঙ্গা জিপটি ধুচ্ছে জিভাও। খুদে হাতে পরিষ্কার করছে জিপের দরজা। ধোনি লেখেন, ”অল্প সাহায্যই অনেকটা স্পেশ্যাল হয়ে ওঠে। আর সেটি বড় গাড়ি হলে তো কথাই নেই।” বাবা-মেয়ের ভিডিওটি এখন নেটদুনিয়ায় চর্চায়। ধোনির মতোই যে জিভাও সর্বগুণসম্পূর্ণা হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে নেটিজেনদের অন্তত কোনও সন্দেহ নেই।

খাবারের অভাবে ছোটবেলায় ফুটপাতে বোতল কুড়াতেন গেইল!

ক্রিস গেইল। বোলারদের কাছে তিনি রীতিমতো যমদূত। টি-টোয়েন্টির আসর মানেই বস্তা বস্তা টাকা নিয়ে ক্রিস গেইলের দরজায় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর ধরনা দেয়া। কথা রাখেন গেইলও। ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন ২২ গজে। সাজান চার ছক্কার ফুলঝুরি। ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টগুলোতে তার পারিশ্রমিক দিতে হিমশিম খেতে হয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে।অথচ জ্যামাইকার হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম তার। থাকতেন টিনের ঘরে। খাবারের অভাবে কুড়াতেন পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বোতল। অর্থাভাবে একবার চুরিও করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই ব্যাটিং দানব।

e-Tender Notice

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), North Tripura, Dharmanagar invites e-tender vide PNIe-T No. 11/EE(Agri)/N/2019-20 for the work namely

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Cost of tender documents	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Class of Bidder
1	Construcition of Farmer Knowledge Centre at Kumarghat under Kumarghat Agri Sub-Division (2nd Call) DNIT No e-33/SE/AGRI/EE(NORTH)/ 2019-20	Rs. 44,59,977/-	Rs. 44,600/-	365(three six five) days	Rs. 1,000/-	03/01/2020 upto 3.00 PM	https:tripura tenders.gov.in.	At 3.30 PM on 03/01/ 2020 (if possible) O/o the Executive Engineer, Agri. Ganghanagar, Dharmanagar	Appropriate Class/ Category as per NIe-T
2	Construction of Collection, Segregation and Grading unit at organic growing claster under mission organic value chain development at Chantail under Kumarghat Agri sub-Division, Unakoti District Tripura (2nd Call) DNIT No e-15/EE/AGRI/N/2019-20	Rs. 9,73,105/-	Rs. 9,750/-	60(Sixty)days	Rs. 1,000/-	03/01/2020 upto 3.00 PM	https:tripura tenders.gov.in.	At 3.30 PM on 03/01/ 2020 (if possible) O/o the Executive Engineer, Agri. Ganghanagar, Dharmanagar	Appropriate Class/ Category as per NIe-T

NB : This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website : https://tripuratenders.gov.in at free of cost, But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender. For details please visit https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-1968/2019-20

(Er. Sukumar Ch. Das)
Executive Enigneer
Department of Agriculture
Dharmanagar, North Tripura.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

শুক্রবার ওড়িশার চাঁদপুরে ডিআরডিও পিনাকা মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ করেছে। ছবি-পিআইবি।

নালকাটায় ফল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি পুনরায় চালুর আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বরঃ আগরতলায় বসে নয় জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সমস্যা সম্পর্কে জানতে সরাসরি তাদের কাছে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব। বিভিন্ন প্রান্তে তিনি তাঁর আচমকা সফর জারি রেখেছেন। শুক্রবার ধলাই জেলার ৮২ মাইল এলাকায় তিনি আচমকা সফরে যান।

প্রথমেই তিনি সেখানে বাজারে গিয়ে বসেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। জনগণের সমস্যা গুলি সম্পর্কে অবগত হন। তিনি কথা বলেন সাধারণ জনজাতি বাসিন্দাদের সঙ্গে। তাদের বক্তব্য গুরুত্বসহকারে তিনি নথিবদ্ধ করেন। এলাকার বাসিন্দারা মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরেন।

এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলার ও নিরপত্তার প্রশ্নে স্থানীয় বাসিন্দারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি টিএসআর ক্যাম্প স্থাপনের দাবি জানান। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে শোনেন। তৎক্ষণাৎ ধলাই জেলার পুলিশ সুপার কিশোর দেববর্মা সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের ডেকে পাঠান তিনি। এলাকায় টিএসআর ক্যাম্প স্থাপনের বিষয়টি খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করার জন্য নির্দেশ দেন। স্থানীয়দের দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে বিষয়টির দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী। ৮২ মাইল বাজার এলাকায় মানুষের সঙ্গে কথা বলার পর, প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কাঞ্চনছড়ার ডার্লং বস্তিতে যান। সেখানে বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি লাল সাংগা লুসাইয়ের বাড়িতে যান। তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। একই সঙ্গে তার সুস্থতা কামনা করেন।

সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব, ৮২ মাইলে অবস্থিত, বন্ধ হয়ে পরা, ন্যারাম্যাকের ফল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। রাজ্যের বিখ্যাত কুইন প্রজাতির আনারস থেকে জ্যাম জেলি ও জুস ইত্যাদি প্রস্তুত করা হত এখানে। কিন্তু তা বন্ধ হয়ে থাকে দীর্ঘদিন ধরে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী তৎক্ষনাৎ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন, এবং কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করার জন্য উদ্যোগ নিতে বলেন। এর ফলে রাজ্যে উৎপাদিত প্রচুর পরিমানে আনারসের প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব রাজ্যেই। পরে সাংবাদিকদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " ৩৫০ মেট্রিকটনের উপর বহিরাজ্যে রপ্তানি করা হয়েছে।" আনারস বিক্রি না করে রাজ্যেই এর প্রক্রিয়াকরণের উপর গুরুত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন " ন্যারাম্যাকের ফল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি চালু করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে। এছাড়াও অন্য বড় কোম্পানি স্থাপনের মধ্য দিয়ে রোজগার বৃদ্ধি এবং চাষিদের সঠিক মূল্য প্রদানের উদ্যোগ রয়েছে সরকারের। আনারস সহ, কাজুবাদাম, কাঁঠাল, কমলা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। মাল্টি ইউনিট তৈরি করতে পারলেই উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের প্রাণ কোম্পানির আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ন্যারাম্যাক সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ডোনার মন্ত্রকের অধীন রয়েছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে এর কাজকর্ম পুনরায় চালু করার বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন নেপালটিলার কাঠাঁলছায়ায় যান। সেখানে টিনা ডার্লং এর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। সাধারণ মানুষের মতই পরিবারের সবার সঙ্গে বসে দুপুরের খাবার গ্রহণ করেন তিনি। আহার শেষ করে পায়ে হেঁটে যান এলাকার বাসিন্দা তোয়ামী ডার্লং এর বাড়িতে। সেখানে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। গরীব এই পরিবারটিকে স্বনির্ভর করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। শুকর প্রতিপালন প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেন তিনি। এলাকায় পানীয় জল ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

গণভোটের দাবি থেকে পিছু হটলেন মমতা

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স): চলতি বছর তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসকে 'নাগরিক অধিকার দিবস' হিসেবে পালন করা হবে বলে শুক্রবার ঘোষণা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি নাগরিকপঞ্জি এবং সংশোধিত নাগরিক আইনের বিরুদ্ধে সোমবার থেকে বছর শেষ পর্যন্ত একগাদা ঠাঁসা প্রতিবাদ কর্মসূচির ঘোষণা করলেন তৃণমূলনেত্রী। নাগরিকপঞ্জি এবং সংশোধিত নাগরিক আইনের বিরোধিতায় সোমবার বাংলা জুড়ে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক তৃণমূলের। পাশাপাশি ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার রাজপথে ফের প্রতিবাদ মিছিল করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ আশ্চর্য জনক ভাবে নাগরিকত্ব আইন প্রশ্নে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নজরদারিতে গণভোটের দাবি থেকে সরে এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন,গতকাল আমি ঠিক গণভোটের কথা বলিনি। বলেছি, নাগরিকত্ব আইন প্রনয়ণ করা ঠিক হয়েছে কিনা তা নিয়ে জনমত নেওয়া হোক। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও বলেন, 'দেশ জুড়ে এই যে প্রতিবাদের আগুন জ্বলছে, তা থামানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হস্তক্ষেপ করুন। তাঁর কাছে আবেদন করছি, নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহার করে নিন'।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে গত কয়েকদিন ধরেই কলকাতার রাজপথে গর্জে উঠেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। টানা তিন দিন মহামিছিল করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে নাগরিকপঞ্জি এবং সংশোধিত নাগরিক আইনের প্রতিবাদে সভাও করেছেন তিনি। সেই সভা থেকে মোদী সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাঞ্চল্যকর দাবি, 'বুকের পাটা থাকলে গণভোটে এগিয়ে আসুন। রাষ্ট্রসংঘকে দিয়ে গণভোট করানো হোক। দেখা যাক, কতজন আইন মানছেন, না মানলে আপনারা ইস্তফা দিতে বাধ্য হবেন '।

বৃহস্পতিবার ধর্মতলার সভায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, নাগরিকত্ব আইনের পক্ষে ক'জন রয়েছেন আর বিপক্ষেই বা ক'জন তা জানতে গণভোট করা হোক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের মতো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের নজরদারিতে হোক সেই নির্বাচন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রস্তাবই হাতিয়ার করে নেয় বিজেপি। বিজেপির মুখপাত্ররা বলেন, একজন নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী কী ভাবে একথা বলেন ? এ তো দেশের গণতন্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালও মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এও বলেন, দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

গণভোটের দাবি তোলা যে ঠিক হয়নি তা তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব গতকাল বিকেলেই বুঝতে পারেন। তাই দলীয় মুখপাত্রদের এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে নিষেধ করা হয়। অবশেষে আজ ব্যাখ্যা দেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার দুপুরে তপসিয়ায় তৃণমূল ভবনে দলের কোর কমিটির বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তার পর সাংবাদিক বৈঠকে গণভোট সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি বলেছি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে মানুষের মতামত নেওয়া হোক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের কথা যেমন বলেছি তেমন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কথাও বলেছি।' তিনি এও বলেন, গণভোটের ইংরেজি প্রতিশব্দটা কিন্তু বলিনি। বার বার

ছয়ের পাতায় দেখুন

গণভোট হোক, দেখা যাবে মমতার সঙ্গে ক'জন : মুকুল

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স): 'বাংলাতেও গণভোট হোক। দেখা যাবে কটা লোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের পাশে রয়েছেন'। শুক্রবার একথা বলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'আজ ভোট হলে আজই পড়ে যাবে সরকার।' বৃহস্পতিবারই ধর্মতলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'এ ব্যাপারে দেশজুড়ে গণভোট চাওয়া হোক। বিজেপি বা তৃণমূল নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে হোক সেই ভোট।' তৃণমূলনেত্রীর এই বক্তব্য নিয়ে গতকালই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দলের মুখপাত্ররা বলেছেন, নাগরিকত্ব আইন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক দেশের মধ্যে হতেই পারে। সুপ্রিম কোর্টেও এই আইনের বৈধতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিণত গণতন্ত্রের সেটাই নিয়ম। একমাত্র পাকিস্তানই বিষয়টি নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ চাইতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

আজ মুকুল রায় বলেন, 'সংবিধানের শপথ নিয়ে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তথা মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করতে পারেন সেটাই আশ্চর্যের। ভারতের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের কোথাও গণভোটের কথা নেই। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, কতটা ভয় পেয়েছে তৃণমূল।' সূত্রের খবর, গতকাল ধর্মতলার সভায় ওই দাবি তোলার পর সন্ধ্যা থেকেই তৃণমূলের মুখপাত্রদের কাছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে ফোন যায়। সবাইকে বলে দেওয়া হয়, এ ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের কাছে কেউ কোনও প্রতিক্রিয়া বা ব্যাখ্যা যেন না দেন। আজ শুক্রবার দুপুরে দলের কোর কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানেই সাংবাদিক বৈঠক করে ডিগবাজি খান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ আশ্চর্য জনক ভাবে নাগরিকত্ব আইন প্রশ্নে রাষ্ট্রপুঞ্জের নজরদারিতে গণভোটের দাবি থেকে সরে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, গতকাল আমি ঠিক গণভোটের কথা বলিনি। বলেছি, নাগরিকত্ব আইন প্রনয়ণ করা ঠিক হয়েছে কিনা তা নিয়ে জনমত নেওয়া হোক। পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও বলেন, 'দেশ জুড়ে এই যে প্রতিবাদের আগুন জ্বলছে, তা থামানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হস্তক্ষেপ করুন। তাঁর কাছে আবেদন করছি, নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহার করে নিন।'

জয়পুর বোমা বিস্ফোরণ মামলা : ৪ জন দোষীই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

জয়পুর, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণ (২০০৮) মামলায় দোষী সাব্যস্ত ৪ জনকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল জয়পুরের বিশেষ আদালতঊ গত ১৮ ডিসেম্বর, বুধবার বোমা বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত ৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল জয়পুরের বিশেষ আদালত। বেকসুর খালাস করা হয়েছিল একজন অভিযুক্তকেঊ গত বুধবার দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছিল-মহম্মদ সইফ, মহম্মদ সারভার আজমি, সইফুর রহমান এবং সলমনকে। বেকসুর খালাস করা হয়েছিল শাহবাজ হোসেনকেঊ শুক্রবার জয়পুর বোমা বিস্ফোরণ মামলায় মহম্মদ সইফ, মহম্মদ সারভার আজমি, সইফুর রহমান এবং সলমনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছে জয়পুরের বিশেষ আদালত।

উল্লেখ্য, বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন-সহ বিভিন্ন ধারায় ৪ জন অভিযুক্তকে বুধবার দোষীসাব্যস্ত করেছিল জয়পুরের বিশেষ আদালতঊ ১১ বছর আগে ২০০৮ সালের ১৩ মে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল গোলাপি শহর জয়পুরঊ বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন কমপক্ষে ৭১ জন, জখম ও আহতের সংখ্যা ছিল ১৮৩ঊ ধারাবাহিক বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে শাহবাজ হোসেন (বিস্ফোরণ সম্পর্কে ই-মেল পাঠিয়েছিল), মহম্মদ সইফ, মহম্মদ সারভার আজমি (মানক চক এবং হনুমান মন্দিরে বোমা রেখেছিল সইফ ও সারওয়ার), সইফুর রহমান এবং সলমনকে গ্রেফতার করা হয়েছিলঊ দীর্ঘ ১১ বছর ধরে ১২৯৩ জন সাক্ষীর বয়ানের ভিত্তিতে গত বুধবার ৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল জয়পুরের বিশেষ আদালত।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ১৩ মে ধারাবাহিক বিস্ফোরণে রক্তাক্ত হয়েছিল গোলাপি শহর জয়পুরঊ মাত্র ১৫ মিনিটের ব্যবধানে জয়পুরের একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণ হয়ঊ বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন কমপক্ষে ৭১ জন, জখম ও আহতের সংখ্যা ছিল ১৮৩।

গয়েরকাটায় দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাহী গাড়ি, আহত পাঁচ

গয়েরকাটা, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির গয়েরকাটায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি ছোটো যাত্রীবাহী গাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছেন পাঁচ জন। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে গয়েরকাটার হিন্দুপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি বিন্নাগুড়ির দিক থেকে ধূপগুড়ির দিকে যাচ্ছিল। হিন্দুপাড়ার কাছে একটি ডাম্পার পেছন থেকে গাড়িটিকে ধাক্কা মারে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাজ্য সড়ক থেকে ছিটকে গয়েরকাটা চা বাগানে ঢুকে যায়। ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমান্যতা কম থাকার জেরে এই দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। আহতদের শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে বানারহাট থানার পুলিশ।

এনআরসি ও সিএএ নিয়ে দু'দলই ডাক দিল মহামিছিলের

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি স)। জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) এবং নাগরিক সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর প্রেক্ষিতে আগামী সোমবার বিজেপি-র প্রস্তাবিত মহামিছিলের পাশাপাশি বড় মাপের শিছিলের ডাক দিল তৃণমূল। শুক্রবার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা ঘোষণা করেন।

বেশ ক'দিন আগেই বিজেপি এনআরসি এবং নাগরিক সংশোধনী আইনের প্রেক্ষিতে ২৩ ডিসেম্বর মহামিছিলের ঘোষণা করে। আজ দলের সদর দফতরে বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) শিবপ্রকাশজীর নেতৃত্বে রাজ্য বৈঠক হয়। এতে ছিলেন মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তথা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সিং প্রমুখ।

অন্যদিকে, তৃণমূল ভবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সাংসদ, বিধায়ক ও অন্য নেতাদের সোমবারের মিছিলকে সর্বতোভাবে সফল করার ডাক দিয়েছেন। দলনেত্রী বলেন, কেবল কলকাতা নয়, রাজ্যের সর্বত্র হবে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ।

আগামী ২৩ ডিসেম্বর বিজেপির প্রস্তাবিত মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা দলের জাতীয় কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডারঊ এনআরসি এবং সিএএ-এর প্রচার এর জন্য আজ টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সামনে এবং ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাসে রুবি হাসপাতালের সামনে সমাবেশ করে বিজেপি সমর্থকরা। অন্যদিকে, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) সমর্থকর শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে আজ সন্ধ্যায় একটি সমাবেশের ডাক দিয়েছিল। সংগঠনের কলকাতা মহানগর সম্পাদক মৃন্ময় দাস ''হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, পুলিশ ওই সমাবেশের অনুমতি দেয়নিঊ তাই এই জমায়েত হবে বিডন স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দ বাড়ির সামনে।

সংশোধিত নাগরিক আইনের সমর্থনে ঋত্বিক ঘটকই হাতিয়ার বিজেপির

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংশোধিত নাগরিক আইনের সমর্থনে আগামী ২৩ ডিসেম্বর মিছিল করবে রাজ্য বিজেপি। সেই মিছিলে ঋত্বিক ঘটককেই হাতিয়ার করতে চাইছেন বিজেপি।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই আইন মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। এই কথাটাই মানুষকে বোঝাতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তাই শেষ পর্যন্ত ঋত্বিক ঘটকের ছবির সংলাপ ব্যবহার করতে চাইছে বিজেপি। সূত্রের খবর, নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিরোধিতা পালটা জবাব দিতে একটি ভিডিও ক্লিপিং তৈরি করা হয়েছে। দেশভাগ, উদ্বাস্তুদের যন্ত্রণা নিয়ে তৈরি ঋত্বিকের একাধিক ছবির সংলাপের ওই ভিডিও কোলাজ তৈরি করেছে বিজেপি যুব মোর্চা। থাকছে 'মেঘে ঢাকা তারা'র সংলাপ। সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে সাম্প্রতিক গন্ডগোলের খণ্ডযুদ্ধ ও নিউজ ক্লিপিং। মোট ছ'মিনিটের এই ভিডিও রাজ্যজুড়ে দেখানোর জন্য ভিডিও ভ্যান নামানো হচ্ছে। যা প্রচারের জন্য একাধিক ট্যাবলোও নামানো হচ্ছে।

রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসুর বক্তব্য, 'ঋত্বিকের মেঘে ঢাকা তারা, কোমলগান্ধারের মতো ছবিতে হিন্দু বাঙালি শরণার্থীদের দুর্দশার কথা বলা হয়েছে। সেই ছবির সংলাপ দৃশ্য সাধারণ মানুষকে দেখাব। বিজেপির এক শীর্ষ নেতা বলেন, সংশোধিত নাগরিক আইনের মূল লক্ষ্য এদেশে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারকে নাগরিকত্ব পাইয়ে দেওয়া। দেশভাগের পরে অসহনীয় দুরবস্থার মধ্যে এদেশে চলে আসতে হয়েছিল ছিন্নমূল মানুষজনকে। যাদের একটা বড় অংশের এখনও নাগরিকত্ব মেলেনি।

এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারকে নিয়ে একের পর এক কালজয়ী ছবি করেছেন ঋত্বিক ঘটক। ওই ছবিগুলোতে ফুটে উঠেছে ভিটেমাটি খুইয়ে সীমান্ত পেরিয়ে আসা অসহায় মানুষদের জীবন যন্ত্রণার লেখচিত্র। তাই ঋত্বিক ঘটকের রাজনৈতিক পরিচয় কী ছিল সেটা বড় বিষয় নয়। বিষয়টি তাঁর ছবির বক্তব্য। যার মধ্যে দিয়ে দেশ ভাগের যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে। সেটাই এবার মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে।'

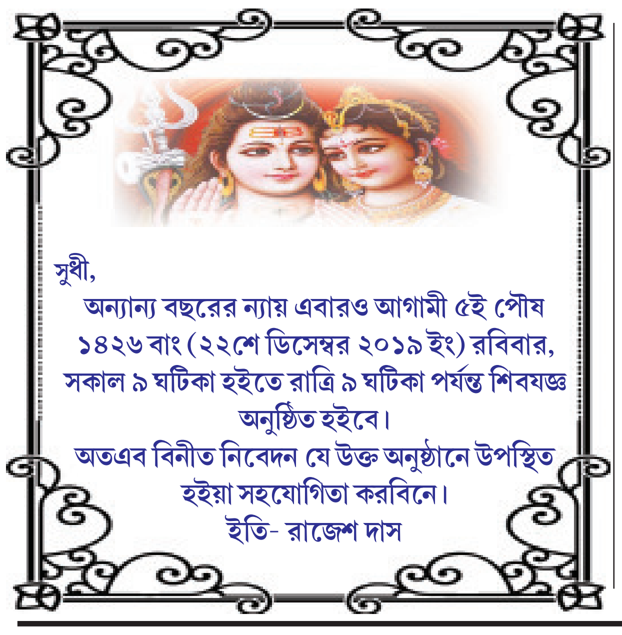

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।